R-5

উদ্যোগ

ডিসেম্বর ২০০৩ ■ আসানসোল শিল্পাঞ্চল

কয়লা শিল্পে বেসরকারীকরণ ও ঠিকেদারী প্রথা - একটি অনুসন্ধান

সম্পাদকীয়

উদ্যোগ পত্রিকাটি প্রকাশ করার মুখ্য কারণ আসানসোল শিল্পাঞ্চলকে জানা এবং জানানো। আসানসোল শিল্পাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ শিল্পাঞ্চল, যে শিল্পাঞ্চলের দিকে তাকালে খুব সহজে বোঝা যায় শিল্পক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নয়া শিল্পনীতির সাফল্য বা কি তার পরিনতি।

এই সংখাটিকে আমরা একটি বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করলাম। বিষয় 'আউটসোর্সিং', যা আসলে বেসরকারী ঠিকাদার দিয়ে কয়লা উৎপাদন। কয়লা শিল্পের হাজার হাজার শ্রমিক বেসরকারীকরণ চায় না। তাই প্রয়োজনে ধূর্ত কৌশল নিল সরকার। আসানসোলের মানুষের চোখের আড়ালে, ই সি এল শ্রমিকদের বোধগম্যের বাইরে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ভুল ব্যাখার আড়ালে এবং উদার শিল্পনীতির স্তাবক পত্রিকাগুলোর সাহায্যে ঘটে গেল নিঃশব্দ এক প্রক্রিয়া - বেসরকারী ঠিকাদার দিয়ে ই সি এল-এর কয়লা উৎপাদন। আমাদের আশঙ্কা এইভাবেই কয়লা শিল্প জাতীয়করণ আইন সংশোধন অধিনিয়ম-২০০০ চুপিসাড়ে কার্যকর হয়ে যাবে।

আই এন টি ইউ সি, সি আই টি ইউ-র মত বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলো এইভাবে কয়লা উৎপাদনের পক্ষে। পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বেশী শ্রমিক যে ইউনিয়নটির সাথে যুক্ত সেটা সি পি এম চালিত সি আই-টি-ইউ। এক্ষেত্রে সি পি এম এবং সি-আই-টি-ইউ-র ভূমিকা চরম নৈরাজ্যজনক। ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ এস. বি. আই-এর সাথে স্টেক হোল্ডার মিটিং-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি সি.এন. দত্ত, ও.এস. ডি টেকনিক্যাল (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিকনস্ট্রাকসন্ ডিপার্টমেন্ট অফ্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল) বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার আউটসোর্সিংর পক্ষে যদি ই সি এল-এর শ্রমিক ছাঁটাই না হয়। অর্থাৎ এরা খোলখুলি বেসরকারী ঠিকাদার দিয়ে কয়লা উৎপাদনকে সমর্থন করছে। অন্য দিকে সি পি এম ওয়ার্ল্ড সোসাল ফোরাম-এর আসন্ন মুম্বাই প্রোগ্রামের এক মুখ্য সংগঠক। যেখানে তারা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন এবং বেসরকারীকরণ ইত্যাদির বিরোধীতা করবে।

শাসক দল, তাদের তাবেদার এবং তাদের প্রচারযন্ত্রের উল্টো দিকে উদ্যোগ পত্রিকার পক্ষ থেকে সত্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা এবং তার সাফল্য খুবই ক্ষুদ্র। তবু সেই ছোট কাজটি করে যেতে পত্রিকা দায়বদ্ধ। এই সংখ্যায় রয়েছে, ই সি এল কর্তৃপক্ষ সি এম ডি-র সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার সাক্ষাৎকার। সি আই টি ইউ নেতা হারাধন রায়, আই এন টি ইউ সি নেতা সুকুমার ব্যানার্জী, এইচ এম এস নেতা অনিরুদ্ধ রায় এবং একটি নকশাল গোষ্ঠীর নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জীর সাক্ষাৎকার। তাছাড়া বিষয়টি নিয়ে শ্রমিকরা কতটুকু জানে বা জানানো হয়েছে তা বোঝার জন্য বিভিন্ন কোলিয়ারীর শ্রমিকদের সাথে দীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছে, রয়েছে তারই একটি সংক্ষিপ্ত কথপোকথন। আউটসোর্সিং কি, কেন, এটা কি আদৌও ই সি এল কে বাঁচাবে? কয়লা শিল্প জাতীয়করণ আইন সংশোধন অধিনিয়ম-২০০০ কার স্বার্থে? আউটসোর্সিং কি আসলে বেসরকারীকরণের কূট ছল নয়? ইত্যাদি প্রশ্নকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে পত্রিকার পক্ষ থেকে একটি লেখা তৈরী করা হয়েছে।

সংখ্যাটি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বিচারের দায়িত্ব রইল পাঠকের উপর। শুধু তাই নয় আমাদের এই চেষ্টায় বহু অপূর্ণতা রয়েছে, যা পাঠকদের সাহায্য ছাড়া আমরা পূরণ করতে পারবো না। তবে, পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটি যদি নির্দিষ্ট বিষয়টির উপর আপনার মতামত তৈরী করতে সাহায্য করে, অবশ্যই আমাদের পত্রিকার ঠিকানায় মতামত পাঠাবেন।

কয়লা শিল্পে বেসরকারীকরণ
একটি পর্যালোচনা

[প্যাচ ডিপোজিট্ ভূতাত্ত্বিক কারণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খনিজ সম্পদের স্তর। রাষ্ট্রায়ত্ব কোল কোম্পানী ই সি এল তার এই রকম দশটি কয়লার প্যাচ থেকে কয়লা উৎপাদনের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই খবর আমরা অনেকদিন আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বাংলা দৈনিক পত্রিকা থেকে জানতে পারি। এই পত্রিকাগুলো প্রচার করে চলেছে -- কয়লার প্যাচগুলোতে ঠিকাদার দিয়ে কয়লা উৎপাদন ই সি এল কে লোকসানের হাত থেকে বাঁচাবে, ই সি এল-এর সাত বছরে আর্থিক পুনরুজ্জীবন ঘটবে এবং বি আই এফ আর থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। উদ্যোগ পত্রিকা (আসানসোল) এই খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ। কাজেই তাদের প্রতিনিধি ই সি এল কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠনের নেতা এবং শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার নেয়। তাদের সাথে কথা বলে তাদের বক্তব্যকে বিচার্য হিসাবে ধরে নিয়ে প্রতিবেদক বর্তমান এই লেখাটি তৈরী করছেন।]

আমরা সবাই জানি, পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে ১৯৭৩ সালে কয়লাখনিগুলোর জাতীয়করণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জাতীয়করণের পিছনে যে কারণগুলো দেখান হয়েছেঃ

- সেই সময় বিভিন্ন শিল্পে যে ব্যাপক কয়লার চাহিদা তৈরী হয়েছিল তার সাথে তাল মিলিয়ে কয়লার যোগান অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় অর্থলগ্নীর ব্যবস্থা করা।
- জাতীয় সম্পদের ক্ষতি বন্ধ করার প্রয়োজনে জাতীয়করণ জরুরী ছিল। কারণ বেসরকারী উদ্যোগ দ্রুত লাভ করার মানসিকতা থেকে কয়লা তুলছিল। এর ফলে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হচ্ছিল।
- কয়লার মজুদ স্তর থেকে পরিকল্পনা মাফিক কয়লা তোলার ব্যবস্থা করার জন্য।
- কয়লা তোলার সময় শ্রমিকদের নিরাপত্তার ঠিকমত ব্যবস্থা করতে।
- কয়লা শ্রমিকদের জীবনযাপনের মান উন্নত করতে।
- পরিবেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কয়লা তুলে ফেলার পর বালি দিয়ে খাদ ভর্তি করা নিশ্চিত করতে ইত্যাদি।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালে কোকিং কোল কোলিয়ারীগুলো জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে নন্‌কোকিং কোল কোলিয়ারীগুলো জাতীয়করণ করা হয়। এরপর ১৯৭৫ সালে কোল মাইন জাতীয়করণ আইন অনুযায়ী সমস্ত কোকিং, নন্ কোকিং খনিগুলো নিয়ে ১৯৭৫ সালে ১লা নভেম্বর কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড তৈরী হয়। সংক্ষেপে সি আই এল। যার আণ্ডারে সি এম পি ডি আই নামে একটি প্ল্যানিং ডিভিশান খোলা হয়। যার কাজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কয়লা উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা।

কিন্তু যেকোন পরিকল্পনা সার্থকরূপ পেতে পারে তার সঠিক এবং বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে। আবার পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য দরকার সঠিক নেতৃত্ব। কয়লা শিল্পের ক্ষেত্রে জাতীয়করণের পর প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব যাদের দেওয়া হয়েছে তাদের বেশীরভাগই জাতীয়করণের আগে ছোট ছোট কয়লার খনিতে কাজ করে এসেছেন। এর ফলে জাতীয়করণের পর কোল ইণ্ডিয়ার বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে সুসংহত পরিকল্পনা করা বা তার বাস্তব রূপায়ণ করার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল। অথচ জাতীয়করণ করার পর থেকেই সি এম পি ডি আই বৃহৎ পরিকল্পনা করে চলেছে, যা রূপায়ণের কোন দায়দায়িত্ব এদের নেই। ফলে বহু উচ্চাশাপূর্ণ পরিকল্পনা করা হয়েছে যা আর্থিক ও কারিগরী দিক থেকে সম্পূর্ণ অ-সফল। ই সি এলের ক্ষেত্রে যার পরিণতি বর্তমান লোকসান ২৯০ কোটি টাকা এবং পুঞ্জীভূত মূলধন (-)২২৩৪.৪৭ কোটি টাকা। ১৯৯৪-৯৫ সালে ই সি এলের উৎপাদন ক্ষমতা সারা ভারতের মোট কয়লা উৎপাদনের ১১.১৪ শতাংশ। অথচ ১৯৭৪-৭৫ সালে ই সি এল-র উৎপাদন ক্ষমতা ছিল সারা

ভারতের মোট উৎপাদনের ২৯.৪২ শতাংশ। যা বাকী কোম্পানীর মধ্যে সবথেকে বেশী। **আউট সোরসিং ই সি এল-কে এই রুগ্নতা থেকে বের করে আনতে পারবে কিনা সে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে আমাদের দেখা দরকার কোম্পানীর এই বিপুল পরিমাণ লোকসান কেন হয়ে চলেছে।**

প্রথমত পুরানো খনিগুলোর পুনর্গঠন এবং পুনর্সংগঠনে অবহেলা ঃ

জাতীয়করণের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল কয়লার অধিক উৎপাদন। সেই সময় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পুরানো খনিগুলোর তুলনায় নতুন প্রজেক্ট তৈরী করার ক্ষেত্রে বেশী জোর দেওয়া হলো। পুরানো খনিগুলোকে পুনর্গঠনের জন্য কোন নজর দেওয়া হলো না অথচ সেগুলোর মজুত কয়লা যথেষ্ট ছিল। পুরানো খনিগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম পুঁজিনিবেশ করা হলো। জাতীয়করণের সময় থেকে অদ্যাবধি আণ্ডারগ্রাউণ্ড মাইনের ক্ষেত্রে প্রতি বছর পুঁজী নিবেশ করা হয় ৩০ টাকা প্রতি টন। যার মধ্যে ২০ টাকা মাইন ইন্‌ভেষ্টমেন্ট বাকীটা পরিষেবা এবং পরিকাঠামোর জন্য। এর ফলে পুরানো আণ্ডারগ্রাউণ্ড খনিগুলোতে প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় মাত্রায় মাইন ডেভলপমেন্ট করা হয় না। এমনকি পুরানো ব্যবহার অযোগ্য মেশিনগুলো অবধি পরিবর্তন করা হয় না। যার ফলে ঐ খনিগুলো থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির বদলে যতটা উৎপাদন হতো তাও বজায় রাখা যায় না। অথচ নতুন নতুন প্রজেক্টগুলো করতে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজী নিবেশ করতে হয়েছে তার তুলনায় অতি কম পুঁজী নিবেশে এই খনিগুলোর উৎপাদন যোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে পারতো। অর্থাৎ কম পুঁজী নিবেশে পুরানো খনি থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভবনাকে অগ্রাহ্য করে কোল কোম্পানী একটা বড়রকমের ভুল করেছে।

দ্বিতীয়ত পুঁজিনিবিড় বিদেশী প্রযুক্তিনির্ভর পরিকল্পনা ঃ

এদিকে যেমন যথেষ্ট উৎপাদনের সম্ভাবনাময় পুরানো খনিগুলোকে অবহেলা করা হলো অন্য দিকে অতিরিক্ত জোর দেওয়া হলো বিদেশী প্রযুক্তিনির্ভর নতুন নতুন প্রকল্পে। অনেকক্ষেত্রে বিদেশী প্রযুক্তি, বিদেশী মেশিন নিয়ে বিদেশের সহযোগিতায় উৎপাদন খরচ অনেক বেড়েছে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে পরিকল্পনা করলে অনেক কম খরচে একই পরিমাণ উৎপাদন হতে পারতো। যেমন রাজমহল। ই সি এল-এর একটি বৃহৎ উদ্যোগ। মেসার্স্ কানাডিয়ান কমার্শিয়াল কর্পোরেশন-র সহযোগীতায় এটি কাজ করছিল। এর পুঁজি নিবেশ করা হয়েছে বছরে ১০.৫০ মেট্রিক টন উৎপাদনের জন্য ৯৬৬৭ মিলিয়ান টাকা। এই ও সি পি টির স্টিপিং রেশিও মাত্র ১.৫৭ কিউবিক মিটার প্রতি টন। যার জন্য ২০ কিউবিক মিটার ডোজার এবং ১৭০ টন ডাম্পার ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এন-সি-এল-এর জয়ন্ত ও সি পির ক্ষেত্রে স্টিপিং রেশিও বেশী হওয়া সত্ত্বেও (২.৬ কিউবিক মিটার প্রতি টন) কম ক্ষমতার ডাম্পার ব্যবহার করে প্রতি বছর ৮ থেকে ১০ মিলিয়ান টন কয়লা উৎপাদন করে লাভ করছে। সেখানে রাজমহল প্রজেক্টের মূল্যবান মেশিনের অবচয় মূল্য অনেক বেশী, ফলে দায় বেশী।

তাছাড়া বিদেশী ও অত্যাধুনিক খনি প্রযুক্তির সমন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এদেশের খনি প্রযুক্তিবিদদের ছিল না। অন্য দিকে বিদেশীরা প্রযুক্তি ও যন্ত্রাদি বিক্রি করতেই বেশী আগ্রহী। তাই এদেশের ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থার সাথে তাদের প্রযুক্তি কতটা সঙ্গতিপূর্ণ সে বিষয়ে তাদের কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না। ফলে চুক্তি অনুযায়ী প্রযুক্তি বিক্রি আর কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে প্রকল্প চালু করার পর বিদেশীরা চলে যায়। খোটাড়ি যার জলন্ত উদাহরণ। খোটাড়িতে মাইনিং সমীক্ষা করা হয়নি। কেপিবিলিটি ইনডেক্স উপযুক্তভাবে নিরুপন করা হয় নি। কয়লা স্তরের উপরের ছাদের ভার নেওয়ার মত (রুফ লোড্) উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন হাইড্রোলিক সার্পোটের ব্যবস্থা করা হয়নি। কম ক্ষমতা সম্পন্ন সার্পোর্ট বসিয়ে লাংওয়াল পদ্ধিতিতে উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটেছে। পোলিশ সহযোগীতায় সাতগ্রাম প্রজেক্টে ১৮ বছর আগে লাংওয়াল মাইনিং-র কথা হয়েছে। মেশিনপত্র কেনা হয়ে গেছে। তাছাড়া বলা হচ্ছে কয়লার সামান্য উপরের স্তর পরিতক্ত খনিতে জল জমে (abanden water log) আছে । একই ধরণের ঘটনা শিতলপুর, কয়লা খনিতে ঘটেছে। এইভাবে লংওয়াল মাইনিং

থেকে শুরু করে মেকানাইজড্ বোর্ড এণ্ড পিলার (এতে এস ডিএল এবং এল এইচ ডি মেশিন ব্যবহার করা হয়) যে প্রযুক্তি-ই চালু করা হচ্ছে, তার জন্য ব্যয় হয় বহু কোটি টাকা। কিন্তু তাতে শুধু উৎপাদন খরচই বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেই পরিকল্পনার কার্যকারীতা যাচাই না করেই টেণ্ডার ডাকা হয়েছে, ঠিকাদারদের কাজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এভাবে কোটি কোটি টাকার কোল হ্যাণ্ডিলিং প্লান্ট কিনে ফেলা হয়েছে যা পরবর্তী সময়ে কোম্পানী হিসাবে দেখানো হয়েছে। লংওয়াল মাইনিং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা স্বত্ত্বেও জে কে নগর প্রজেক্ট, সাতগ্রাম প্রজেক্ট, ভানোরা ওয়েষ্ট ব্লক ইত্যাদি বহু খনিতেই এই প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে। **এভাবে দেখা যাচ্ছে জাতীয়করণের শুরু থেকেই বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় পুঁজি ব্যবহার করে বিদেশী প্রযুক্তির বাজার তৈরী করেছে কোল কোম্পানী।** অথচ ভূ-গর্ভস্থ খনিগুলি থেকে কিভাবে পরিকল্পনা মাফিক কয়লা উৎপাদন করা যায়, সেই বিষয়ে কোন কার্যকরী ভাবনা-চিন্তা কর্তৃপক্ষের নেই। কিভাবে আণ্ডারগ্রাউণ্ড মাইন গুলোতে নতুন নতুন 'ডিস্ট্রিক্ট' তৈরী করা যায়। নতুন খনি খোলা যায় কি না ইত্যাদি কার্যকরী ভাবনা চিন্তার পরিবর্তে অ-পরিকল্পিত ভাবে কয়লা কেটে অধিক উৎপাদন করাটাই কতৃপক্ষের একমাত্র লক্ষ্য। ই সি এল-এর জাতীয়করণের ২৫-৩০ বৎসর পর ভূগর্ভস্থ খনি গুলির উৎপাদন ক্ষমতা কোথায় দাঁড়িয়েছে নিচের সারণীতে তার একটি চিত্র দেওয়া হল ঃ

সাল	৭৪-৭৫	২০০২-২০০৩
ওপেন কাষ্ট	২.৬৬ মিলিয়ান টন (১১%)	১৬.২২৬ মিলিয়ান টন (৫৯%)
আণ্ডার গ্রাউণ্ড	২০.৫০ মিলিয়ান টন (৮৯%)	১০.৯৫৩ মিলিয়ান টন (৪১%)
মোট	২৩.১৬ মিলিয়ান টন	২৭.১৮ মিলিয়ান টন

ভুগর্ভস্থ খনিগুলোর এই বিপুল পরিমাণ উৎপাদন কমে যাওয়া পূরণ করতে কোলকোম্পানী বেশ কিছু 'মার্জিনাল স্কিম' বা ছোট ছোট পরিকল্পনার কথা বলেছে। যা রূপায়ণের নামে বহু কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। বাস্তবে যা হয়েছে তা হলো মাথা পিছু দৈনিক উৎপাদন কমে যাওয়া। গত দশ বছরে ই সি এল উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করেছে ৩৬০০ কোটি টাকা। যার মধ্যে ২০০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে পাঁচ বড় প্রজেক্টে। এর মধ্যে দু'টো ওপেন কাষ্ট প্রজেক্ট। সোনপুর বাজারী ও রাজমহল। আর বাকি তিনটিই লংওয়াল প্রজেক্ট। সেই তিনটি হলো সাতগ্রাম, ঝাঁঝরা, খোট্টাডি ভুগর্ভস্থ খনি। এই তিনটি লংওয়াল প্রজেক্ট-ই সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এছাড়াও নৈরাজ্যকারী পরিকল্পনায় প্রায় ১৫০ কোটি টাকার কোল হ্যাণ্ডেলিং প্ল্যান্ট অকেজো হয়ে পড়ে আছে।

তৃতীয়ত কয়লার বাজার দর নির্ণয় ঃ

কয়লা ব্যবহারকারী শিল্পপতিদের চাপে সরকার কখনই সঠিকভাবে কয়লার বিক্রয় মূল্য ঠিক করতে পারে নি। এর ফলে বিশেষকরে উচ্চতাপমূল্য সম্পন্ন কয়লা উৎপাদকারী সংস্থা হিসাবে ই সি এল, বি সি সি এল, সি সি এল সব থেকে বেশী বঞ্চিত। সরকার কয়লার বিক্রয় মূল্য ধার্য করতো। উচ্চতাপসম্পন্ন কয়লা উৎপাদনকারী কোম্পানী ই সি এল-এর কয়লার বাজার দর খোলা বাজারে যথেষ্ট বেশী ছিল। কিন্তু বাস্তবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে বিক্রয় মূল্যের সাথে বাস্তব উৎপাদন মূল্যের বৈজ্ঞানিক সঙ্গতি ছিল না। এ দিকে ১৯৯১ সালে সরকার কোল প্রাইস রেগুলেটারি এ্যাকাউণ্ট থেকে উচ্চতাপমূল্যের কয়লা উৎপাদনকারী সংস্থা হিসাবে যে অনুদান দিতো তাও বন্ধ করে দেয়। ফলে ই সি এল-এর বর্তমান উৎপাদনমূল্যের সাথে বিক্রয় মূল্যের ব্যবধান আরো বেড়ে যায়। বর্তমানে সরকার কোম্পানী গুলোকে নিজের পায়ে চলতে বলছে। যখন সেগুলো অ-লাভজনক অবস্থায় ধুঁকতে শুরু করেছে। তাছাড়া কয়লার আমদানী মূল্য কমিয়ে ৮৫% থেকে ৩৫% -এ আনা হয়েছে। ফলে দেশী বিদেশী কোল কোম্পানীর সাথে ই সি এল কে এক অ-সম প্রতিযোগীতার মধ্যে পড়তে হয়েছে।

চতুর্থত সরাসরি কয়লা চুরি ঃ

এজেন্ট, ম্যানেজার, স্থানীয় ছোট-বড় নেতা, প্রশাসন মিলে ই সি এল-এর কয়লা চুরির ভয়ঙ্কর এক চক্র চালাচ্ছে। শ্রমিকদের ভাষায় এরা পুকুর চুরি করছে। মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখেই কয়লা চুরির ভয়াভয়তাকে বুঝতে পারা যাবে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও ই সি এল কর্তপক্ষের মধ্যে একটি মিটিং

হয়েছিল। বিষয় ছিল কয়লার দাম ধার্যের ক্ষেত্রে ই সি এল যতটা দিচ্ছে বা ওয়াগন ভর্তি করছে এবং পর্ষদ যতটা পাচ্ছে - তার মধ্যে কোনটিকে বিচার করা হবে। পর্ষদের বক্তব্য ছিল যতটা তারা পাচ্ছে ততটা দাম-ই ই সি এল-কে দেওয়া হবে। অন্যদিকে ই সি এল-এর বক্তব্য যতটা তারা ওয়াগন ভর্তি করছে ততটাই তাদের প্রাপ্য। বোঝাই আর প্রাপ্তির মধ্যে কতটা ফারাক থাকলে - এটা একটা মিটিং-র বিষয় হতে পারে! এখানে জি এম-র সই করা চালানে ওয়াগন, ওয়াগন কয়লা চুরি হয়ে যায়। বিপুল, বেহিসাবী পরিমাণে। সালানপুর এরিয়ার জি এম বিহারের একটি থার্মাল প্লান্টে এক রেক কয়লার পরিবর্তে মাটি এবং পাথর পাঠিয়েছিল। সি বি আই তদন্তে ম্যানেজারকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল এবং এর জন্য ই সি এল-কে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এই সব চলতে থাকে প্রায় বিনা বাধায় রাষ্ট্র ও শ্রমিকদের স্বার্থে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত কোল কোম্পানীতে। বর্তমানে ই সি এল-র লোকসান ৩১.৩.২০০৩-এর ব্যালান্সসীট অনুসারে ৪৪৬২.২৪ কোটী টাকা। এই বছরে লোকসান ২৭৭ কোটি টাকা। এইভাবে ধীরে ধীরে জাতীয়করণের শুরু থেকেই কয়লা শিল্পকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নীচের সারণীতে ই সি এল-এ কয়লার উৎপাদন মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের একটি চিত্র দেওয়া হলো।

সাল	৯৮ - ৯৯	৯৯ - ২০০০
টন প্রতি কয়লার উৎপাদন খরচ	৯৮৯.২৫ টাকা	১১৬৯.০৭ টাকা
বিক্রয়মূল্য/টন প্রতি	৮৯৩.২৪ টাকা	৮৭৯.৬০ টাকা
সাল	২০০০-০১	২০০১-০২
টন প্রতি কয়লার উৎপাদন খরচ	১২৭১.৫৯ টাকা	১১১৭.৪৩ টাকা
বিক্রয়মূল্য/টন প্রতি	৯৩৬.৭০ টাকা	১০০৮.৮০ টাকা
সাল	২০০২-০৩	
টন প্রতি কয়লার উৎপাদন খরচ	১০৯৭.৭৫ টাকা	
বিক্রয়মূল্য/টন প্রতি	৯৯৮.৫৬ টাকা	

১৯৯৭ সালে ই সি এল-এর মোট পুঞ্জীভূত লোকসান লগ্নীকৃত মূলধনকে ছাড়িয়ে যায়। ফলে কোম্পানীর নিট-ওয়ার্থ (পুঞ্জীভূত মূলধন) ঋণাত্মক হয়ে যায়। সিকা আইন অনুযায়ী ই সি এল-কে বি আই এফ আর-এ পাঠান হয়। তখন কোম্পানীর সরকারী ঋণ কে ইকুইটিতে পরিবর্তন করা হয় এবং এইভাবে কোম্পানীর নিট-ওয়ার্থ মূলধন বাড়িয়ে কোম্পানীকে বি আই এফ আর থেকে বের করে আনা হয় আবার ২০০১ সালে মার্চ মাসে ই সি এল-কে আবার বি আই এফ আরে পাঠান হয়।

বর্তমানে বি এফ আই আর থেকে বেরিয়ে আসতে দশটি কয়লা সমৃদ্ধ প্যাচ ঠিকাদার নিয়োগ করে কয়লা উৎপাদন কতটা কার্যকরী সিদ্ধান্ত ঃ

গত বেশ কিছু দিন ধরে স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার, বর্তমান সমস্ত কাগজ এবং খনি কর্তৃপক্ষ প্রচার করতে থাকে ই সি এল তার দশটা কয়লা সমৃদ্ধ প্যাচ-এ ঠিকাদার দিয়ে কয়লা উৎপাদন শুরু করলে সাত বছরে বেশ লাভবান হবে এবং বি আই এফ আর থেকে বেরিয়ে আসবে। দেখা যাক এই প্রচারের তথ্য ভিত্তিক সত্যতা ---

দশটা প্যাচের নাম ঃ ১। শংকরপুর ২। বেলপাহাড়ী ৩। খয়রাবাঁধ ৪। পাটমোহনা ৫। এগরা ৬। ডালুরবাঁধ ৭। নাকরা কুণ্ডা বি ৮। সোনপুর বাজারী বি ৯। হুরাক (ঝাড়খণ্ড) ১০। চুপারডিয়া (ঝাড়খণ্ড)

আগামী সাত বছরে উপরে বর্ণিত ১০টি প্যাচের উৎপাদন এবং লাভের হিসাব দেওয়া হল। [Production and profit from out sourcing of patches as per rehabiliasion scheme prepared by SBI the operating agencees] Annex 12 pg 130

বছর	উৎপাদন (মিলিয়ান টন)	লাভ (কোটি)
১ম বছর	১.৮১	১৩০
২য় বছর	২.৪০	১৬৭
৩য় বছর	৩.৭০	২৩৯
৪র্থ বছর	৪.১০	২৫১
৫ম বছর	৪.৬০	২৭৯
৬ঠ বছর	৪.৫০	২৭৬
৭ম বছর	খালি	খালি

বর্তমানে ই সি এল-এর মোট লোকসান ৪৪৬২.২৮

কোটি টাকা। এই বছর ২৭৭ কোটি টাকা। যদি ধরে নি ই সি এল আউটসোসিং ছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে আগামী সাত বছর লোকসান কমিয়ে প্রতি বছর ২০০ কোটি টাকায় নিয়ে আসবে। তাহলে আগামী সাত বছরে ই সি এল-এর পূঞ্জীভূত লোকসানের মোট পরিমাণ হবে -- ৩১.০৩.২০০৩ পর্যন্ত ৪৪৬২.২৪ কোটি টাকা + আগামী সাত বছরে (২০০X৭) ১৪০০.০০ কোটি টাকা অর্থাৎ আগামী সাত বছরে ই সি এল-এর পূঞ্জীভূত লোকসান হবে ৫৪৬২.২৪ কোটি টাকা। অথচ ৩১.০৩.২০০৩-এর কোম্পানীর মোট পূঞ্জীভূত মূলধন (-) ২২৩৪.৪৭ কোটি টাকা। যা আগামী সাত বছরে আরও কমবে।

কাজেই ঠিকাদার দিয়ে কয়লা উৎপাদন করে আগামী সাত বছরের মাত্র ১৩৪২ কোটি টাকা লাভ, আগামী সাত বছরে যে মোট লোকসান হবে তার তুলনায় অতি নগন্য। শুধু তাই নয় এই লাভ কোম্পানী পূঞ্জীভূত মূলধন ধনাত্বক করতে পারবেন না। **কাজেই দশটি প্যাচ ঠিকাদারদের হাতে তুলে দেওয়ার সাথে কোম্পনীর বি আই এফ আর থেকে বেরিয়ে আসার কোন সম্পর্ক নেই।**

খল যুক্তির আড়ালে বেসরকারীকরণ করার দীর্ঘ চক্রান্ত ঃ

ই সি এল-এর ১,১৫০০০ খনি শ্রমিক কয়লা শিল্পের বেসরকারীকরণ চায় না। ২০০০ সালে কয়লা শিল্প জাতীয়করণ আইন সংশোধন অধিনিয়ম, সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলোকে এক মঞ্চে নিয়ে এসে -- এই সত্যতা প্রমাণ করেছে। নয়া শিল্পনীতির জনক উদারীকরণের পূজারীরা জানেন কয়লা শিল্পকে বেসরকারীকরণ করা সহজ কাজ নয়। তাই প্রয়োজন হচ্ছে বিভিন্ন কৌশল আর যুক্তির।

১৯৮২ সাল থেকেই ই সি এল ঠিকাদার দিয়ে ওপেনকাষ্ট মাইন থেকে কয়লা উৎপাদন করে চলেছে। যেহেতু কন্ট্রাক্ট লেবার (রেগুলেশন এণ্ড অ্যাবোলিশান) অ্যাক্ট ১৯৭০ সেকশন্ ১০ সাবসেকশন্ ১ অনুযায়ী ঠিকাদার দিয়ে কয়লা উৎপাদন ও ওভারবার্ডেন সরান বে-আইনী। তাই ভারী মাটি কাটার মেশিন ভাড়া করে কয়লা উৎপাদনের নামে কোম্পানী ঠিকেদার দিয়ে কয়লা উৎপাদন করে।

বিভিন্ন কৌশলে ই সি এল ঠিকাদার দিয়ে কয়লা উৎপাদন করে চলেছে ১৯৮৭ সালে গুপ্তা এণ্ড গুপ্তা কমিটির রিপোর্টে বলা হয় ফায়ার প্রজেক্টে ঠিকাদার নিয়োগ করা যেতে পারে। অর্থাৎ আগুন নেভাবার জন্য বেসরকারী ঠিকা চলতে পারে। হঠাৎ একদিন সালানপুরে খয়রাবাঁধের ওভার বার্ডেনে আগুন লাগে। কিভাবে কি ঘটছে না বিচার করে কর্তৃপক্ষ টেণ্ডার ডাকে। একটি বেসরকারী ঠিকাদারী সংস্থা ঠিকা পায় এবং খোলাখুলি তারা আগুন নেভানোর নাম করে কয়লা উৎপাদন করতে থাকে এবং দু-বছরে বহু টাকা মুনাফা করে।

কোল মাইন জাতীয়করণ আইন ১৯৭৩ অনুসারে বলা হয়েছে সমস্ত কয়লাখনি থাকবে রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রের অধীনে। কিন্তু ১৯৭৬ সালের সংশোধনী অনুসারে বেসরকারী লৌহ ইস্পাত শিল্পের জন্য ক্যাপটিভ মাইন দিয়ে দেওয়া হল।

১৯৯২ সালে বিদ্যুৎক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু তাই নয়। এই বেসরকারী উদ্যোগকারীদের উৎসাহিত করতে কোলমাইন জাতীয়করণ আইন ১৯৭৩ কে আবার সংশোধিত করা হল। সংশোধনীতে বলা হল বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ, কোল ওয়াশারীগুলোকে 'ক্যাপটিভ মাইন' সরকার ইচ্ছে মত দিতে পারবে। এরপর ১৫.৩.১৯৯৬ তে সিমেন্ট কারখানা যুক্ত হল।

এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে তৈরী হলো উজ্জ্বল উপাধ্যায়ের তারা কোলীয়ারী। ৭৫ শতাংশ বেঙ্গল এম্‌টা কোম্পানী এবং ২৫ শতাংশ ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড ও ওয়েষ্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের শেয়ারের ভিত্তিতে গড়ে উঠলো এই কোম্পানী। যেখানে পুরো কয়লা উৎপাদন হয় ঠিকাদারী প্রথায়।

তারপর ২০০২-এ শুরু হলো ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ বেসরকারী কয়লাখনি। যার নাম ইনটিগ্রেটেড কোল মাইনস প্রাইভেট লিমিটেড।

এরপর ২০০২ - ২০০৩ এর কৌশলে ই সি এল-এর দশটি প্যাচ ঠিকাদারের হাতে তুলে দেওয়া।

শ্রমিক দরদী পশ্চিমবঙ্গ সরকারও পিছিয়ে নেই কয়লা-শিল্পের বেসরকারীকরণ করার চক্রান্তে। শুধু শ্রমিকনেতা

হারাধন রায়-কে চুপ করিয়ে দিয়ে নয় তারা সাতটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড ও ওপেনকাষ্ট মাইনের জন্য গ্লোবাল টেণ্ডার ডেকেছে। তার মধ্যে রয়েছে ক্যাপটিভ ও নন ক্যাপটিভ মাইন এবং কয়লা বিক্রির ছাড় পত্র। **এইভাবে কয়লা শিল্পে জাতীয়করণ আইন, ২০০০ সালের অধিনিয়মটিও চুপচাপ কার্যকর হতে শুরু হবে।**

আসলে যে পরিপ্রেক্ষিতে কয়লা শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ হয়েছে, তা হলো -- সে সময় ভারতবর্ষে বিভিন্ন শিল্পে কয়লার যে বিপুল চাহিদা তৈরী হয়েছিল, সেই চাহিদা ব্যক্তিমালিকের অধীন ছোট ছোট কয়লাখনিগুলি পূরণ করতে পারছিল না। তাছাড়া মাটিরতলার খনি থেকে কয়লার উৎপাদন খরচও বেড়ে যাচ্ছিল। সেই কারণে বহু মালিক উন্নতমানের কয়লা উৎপাদন থেকে সরে আসছিল। তাছাড়া কয়লা শ্রমিকদের নিরাপত্তা, অ-মানুষিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং বিভিন্ন মহল থেকে খনির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সরকারের উপর নৈতিক চাপ আসতে থাকে। এর ফলে পঞ্চাশের দশক থেকে কয়লাখনিগুলো জাতীয়করণ শুরু হয়। এবং কয়লার বিক্রয় মূল্য ঠিক করে কেন্দ্রিয় সরকার। **অর্থাৎ রাষ্ট্রের পয়সায় বৃহৎ উৎপাদন করে নিয়ন্ত্রিত দামে বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনে কয়লার যোগান অব্যাহত রাখতে কয়লা শিল্পের জাতীয়করণ। এই প্রসঙ্গে অবশ্য-ই স্বীকার করতে হবে কয়লাশিল্পের জাতীয়করণের পর খনি নিরাপত্তা অনেক বেড়েছে। কয়লার উৎপাদন বেড়েছে। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে কোল কোম্পানী একটি লাভজনক সংস্থা।** কিন্তু পঞ্চাশ দশক থেকে সত্তর দশকের তুলনায় আজকের প্রেক্ষিত বদলে গেছে। সমস্ত বিশ্বে কয়লার চাহিদা কমে গেছে, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার তুলনায় প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের জন্য। ফ্রান্সে অনেক কয়লাখনি বন্ধ হয়ে গেছে। অষ্ট্রেলিয়া তার উদ্বৃত্ত কয়লা তৃতীয় বিশ্বে সস্তায় রপ্তানী করার চেষ্টা করছে। ভারতের স্টীল কোম্পানীগুলোতে ভারতীয় কয়লার তুলনায় উপকূলবর্তী অঞ্চলের কম দামের এবং কম ছাইযুক্ত কয়লার চাহিদা তৈরী হয়েছে। এছাড়া বেসরকারী ওপেন কাষ্ট খনিগুলোর সাথে প্রতিযোগীতায় পিছিয়ে পড়বে রাষ্ট্রীয় কোলকোম্পানী। তাছাড়া নেহেরুর মিশ্র অর্থনীতির হাওয়া বদলে নব্বই-র দশকে মনমোহনের উদার অর্থনীতির হাওয়া সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে খোলা বাজারে আছড়ে ফেলেছে। যখন সংস্থাগুলো সরকারী নৈরাশ্যকারী পরিকল্পনায় ধুঁকতে বসেছে। কয়লা শিল্পের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম কিছু নয়। 'coal at any cost' -- যে কোন উপায়ে কয়লা - এই ধারণা বদলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং লাভজনক সংস্থা হিসাবে খোলা বাজারের প্রতিযোগীতায় টিকতে হবে ধারণায় পরিবর্তীত হলো। প্রকৃতপক্ষে যখন সরকারী কয়লা কোম্পানীগুলো ধুঁকতে শুরু করেছে।

ঠিকাদারী প্রথায় কয়লা উৎপাদন কিভাবে সমগ্র কয়লা শ্রমিকের উপর প্রভাব ফেলবে ঃ

ই সি এল-এর শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে আমরা দেখেছি বেশ কিছু শ্রমিক বলছেন ঠিকাদার দিয়ে কয়লা উৎপাদন করাতে ই সি এল-এর শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে না। বরং যদি এতে ই সি এল বাঁচে তবে আমরাও বাঁচবো। ই সি এল বাঁচলে ই সি এল-এর শ্রমিকরা বাঁচবে - একথা সত্যি। কিন্তু ই সি এল বাঁচার সাথে ঠিকাদার দিয়ে কয়লা উৎপাদনের কোন সম্পর্ক নেই আমাদের আগের অলোচনায় তা স্পষ্ট। বরং সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত শক্তিকে দুর্বল করবে এই পথা। **প্রথমত ঃ** সংগঠিত শ্রমিক সংখ্যা কমে যাবে। **দ্বিতীয়ত ঃ** কোন ওয়েজ এগ্রিমেণ্টের অন্তর্ভূক্ত শ্রমিক এবং ঠিকাদার শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরী হবে। **তৃতীয়ত ঃ** এক কাজ এক পরিশ্রমের জন্য যেহেতু ঠিকাদার দিয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা এবং বেতন অনেক কম থাকবে ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে ই সি এল এর শ্রমিকদের উপর বিভিন্ন ধরণের চাপ তৈরী হবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন - বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল ইত্যাদি থেকে শ্রমিকরা বঞ্চিত হবে। যেগুলোর দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন আরও বাধাপ্রাপ্ত হবে।

তাছাড়া শ্রমিক সংগঠনগুলোর দরকষাকষির ক্ষমতা কমে যাবে। এইভাবে ধীরে ধীরে খোলা বাজারের অর্থনীতি সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে সস্তায় শ্রম-ক্ষমতা বিক্রি করতে বাধ্য করবে। **সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, দেশে-বিদেশে শ্রমিক শ্রেণীর বহু লড়াই-এর ফলে অর্জিত অধিকারগুলো উপেক্ষা করা হবে।**

এক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা ঃ

প্রতিবেদনটি লেখাবার প্রয়োজনে আমরা বেশ কিছু খনিতে ঘোরাঘুরি করি এবং শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার নি। সাধারণভাবে আমাদের অভিজ্ঞতা খনি শ্রমিকদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়নি। অবশ্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া।

অথচ ই সি এল-এর বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত খনিতে রয়েছে প্রতিষ্ঠিত ছোট বড় সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন। এখানে শ্রমিকরা মনে করেন ট্রেড ইউনিয়ান একটি সংস্থা যেখানে চাঁদা দিতে হয়, যাদের কর্তব্য কর্মরত অবস্থায় যে অসুবিধাগুলো দেখা দেয় সেগুলো সামলে দেওয়া। মাঝে মাঝে আন্দোলন, হুমকি, কর্মবিরতি ইত্যাদি চলে। ম্যানেজমেন্টকে ভয় দেখান হয়। ম্যানেজমেন্ট যে খনিতে যে দাদার শক্তি বেশী তাকে হাতে করে নেয়। বাকীদের পাত্তা না দিয়ে কিছুটা ঝামেলা তাদের ম্যানেজারিয়াল যোগ্যতা দিয়ে সামলে নেয়।

সবথেকে বড় সমস্যা পাইয়ে দেওয়ার সংস্কৃতি। এখানে ওয়েজ এগ্রিমেন্ট নিয়ে বড় বড় সভা হয় অথচ যখন ১৯৯৩ সালে বিদ্যুৎক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ, কোলওয়াশারী গুলোকে ক্যাপটিভ মাইন সরকার ইচ্ছেমত দিয়ে দেয় -- তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন তো দূরের কথা একটা বিরোধসভাও হয় না। সরকারের এই সিদ্ধান্তগুলো কোল কোম্পানীকে দূর্বল করে দিচ্ছে তা তাদের নজরে আসে না। বেঙ্গল এম্‌টা কোম্পানী যেখানে সম্পূর্ণ ঠিকাদারী প্রথায় উৎপাদন হচ্ছে। সেখানে শ্রমিকদের সামান্যতম সুযোগ-সুবিধা নেই। সেখানে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলো একবার ঘুরে বেড়িয়ে দেখে আসে না।

ট্রেড ইউনিয়ানগুলোর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যে সংস্থায় যে ইউনিয়নটি আছে সেই সংস্থা সম্বন্ধে নেতাদের অজ্ঞতা। যার ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে চলে যা তারা জানতে বুঝতে পারে না। নেতারা নিয়মিত খাদে যান না। রিপোর্ট পড়েন না। কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্ট পড়া দরকার। ম্যানেজমেন্ট কি বলছে কি হচ্ছে তা জানা বোঝার দরকার। অর্থাৎ নিদিষ্ট সংস্থা সম্পর্কে পরিণত মতামত তৈরী করা দরকার।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা। সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলো কোন না কোন রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে। ফলে একদিকে শ্রমিক বহুধাবিভক্ত, অন্য দিকে ইউনিয়নগুলো শ্রমিক স্বার্থের বদলে পার্টির স্বার্থে-ই চালিত। ফলে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক, শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের অভাব শ্রমিকদের তার অর্জিত অধিকার থেকেও বঞ্চিত করছে। **'আট ঘন্টার কাজের অধিকার' - আজ ১লা মে-র সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।**

তথ্যসূত্র ঃ

১। উদ্যোগ পত্রিকা - প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০২ ই সি এল-এর হাল হাকিকত, একটি পর্যালোচনা।

২। অনিরুদ্ধ রায় Secretary Hind Khadan Mazdur Feolerasion (HMS)

৩। নাগরিক মঞ্চের সমীক্ষা রিপোর্ট - কয়লা শিল্প ও শ্রমিক আজকের অবস্থা।

৪। Re-Engineering in public Sector Enterprise আর এন মিশ্র - প্রকান্ত সি এম ডি

৫। ওয়েব সাইট coal.nic.in/cpm2.html

টীকা ঃ

১। ক্যাপটিপ মাইন - কোন সংস্থাকে যখন তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য খনি দিয়ে দেওয়া হয় সেই খনিকে ক্যাপটিপ মাইন বলা হয়।

২। ও সি পি - খোলা মুখ খনি।

৩। স্টিপিং রেশিও - খোলা মুখ খনি থেকে উৎপাদিত কয়লা এবং মাটি ও পাথরের অনুপাত।

৪। লংওয়াল মাইনিং - পুরোন বোর্ড পদ্ধতির বদলে নতুন ধরনের একটি কয়লা উৎপাদন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কয়লা উৎপাদন প্রায় সম্পূর্ণটাই যন্ত্রের মাধ্যমে করা যায়।

ই সি এল-এর সি এম ডি
এম কে সিনহার সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ঃ ই সি এল কেন তার দশটা প্যাচের থেকে কয়লা উৎপাদন প্রাইভেট ঠিকেদারের হাতে দিয়ে দিচ্ছে?

উত্তর ঃ এটা সম্পূর্ণ ভূল তথ্য। শুধু মাত্র হেভি-আর্থ মুভিং মেশিন বা 'ভারি মাটি কাটার যন্ত্র' ভাড়া নেওয়া হয়েছে। ই সি এল-এর এই যন্ত্র কেনার মত টাকা নেই। তাই সে ভাড়া নিচ্ছে বেসরকারী মালিকদের কাছ থেকে।

প্রশ্ন ঃ বেলপাহাড়িতে গিয়ে জানা গেছে শুধু মাত্র ব্লাষ্টিং ছাড়া বাকি সমস্ত কাজের জন্য অর্ডার পেয়েছে কলকাতার একটা সংস্থা। ওভার বার্ডেন সরান, কয়লা তোলা সমস্ত কাজই করবে ঐ সংস্থা। তাছাড়া ই সি এল এর খয়রাবাঁধেও প্রাইভেট ঠিকেদার দিয়ে অনেকদিন ধরে কয়লা তোলা হচ্ছে।

উত্তর ঃ ঠিকই শুনেছেন আপনারা, ভারী মাটি কাটার যন্ত্র চালাবার জন্য অপারেটার বা চালক লাগবে। তাই তাদের কেও যন্ত্রের সাথে সাথে ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ এখানের কয়লার মার্কেটিং কিভাবে হবে?

উত্তর ঃ এর পুরো মার্কেটিং করবে ই সি এল।

প্রশ্ন ঃ আপনার কথামত ভারী মাটি কাটার যন্ত্র বা HEMM এর চালকদের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেণ্ট কার্যকর হবে?

উত্তর ঃ সেরকমই করার কথা আছে। আমাদের ডাকা টেণ্ডারে তিরিশ দফা শর্তের মধ্যে নিশ্চই আছে।

প্রশ্ন ঃ তাহলে বলছেন ঐ তিরিশটা শর্তের মধ্যে ন্যাশনাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেণ্ট অনুসারে মজুরী ও সুযোগ সুবিধা দেবার কথা বলা আছে?

উত্তর ঃ ওই কাগজটা আমার কাছে এখনি নেই। আমায় দেখে বলতে হবে। তবে এই শর্তটা থাকার কথা।

প্রশ্ন ঃ এইভাবে উৎপাদন করলে ই সি এল কি লাভবান হবে?

উত্তর ঃ এতেই সি এল লাভবান হবে। সাত বছরে ১৬০০ কোটি টাকা লাভ হবে ই সি এল এর।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু খবরের কাগজগুলো যে বলছে এতে করে ই সি এল বি. আই. এফ. আর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। যেখানে ই সি এল এর মোট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০০০ কোটি টাকার উপর এবং নেট ওয়ার্থ-২৩০০ কোটি টাকা। আর বছরে ২০০ কোটি টাকা করে যদি লোকসান হতে থাকে তবে এই ১৬০০ কোটি টাকা লাভের সাথে বি. আই. এফ. আর এর সম্পর্ক কি?

উত্তর ঃ কেউ গুরুত্বর অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে সাময়িকভাবে ভর্তি করতে হয়। যতক্ষণ না রোগ নিরাময় হয়। তেমনই সি এল ও কিছুটা স্বস্তি পাবে। পুরোপুরি রোগ নির্মূল করার জন্য আরও অনেকগুলো পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আর কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ই সি এল-এর আণ্ডারগ্রাউণ্ড মাইনগুলো পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে?

উত্তর ঃ আণ্ডার গ্রাউণ্ড মাইনগুলোতে কনটিনিউয়াস মাইনার, নতুন SDL মেশিন বসান হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বাড়াবার জন্য। নতুন নতুন ওয়ার্কিং ফেস্ বা কাজের অঞ্চল খোলা হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ২৬ টি আণ্ডারগ্রাউণ্ড খনি বন্ধ করে দেবার বিষয়টা?

উত্তর ঃ ২৬টা নয় বর্তমানে আমরা চারটে খনি বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি।

প্রশ্ন ঃ এছাড়া সামগ্রিকভাবে ই সি এল-কে পুনরুজ্জীবনের আর কি পরিকল্পনা আছে?

উত্তর ঃ আমরা আরও নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করতে চলেছি।

প্রশ্ন ঃ যেমন?

উত্ত র ঃ রাজমহল, চুপারডিয়া।

প্রশ্ন ঃ ই সি এল এর অপারেটিং এজেন্সি হিসেবে স্টেট ব্যাঙ্ক মোট যে এগারোটা Parameter এর কথা বলেছে ই সি এল এর পুনরুজ্জীবন প্রকল্পে তার সবকটাই কি সমান গুরুত্ব পাচ্ছে? যেমন -- কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কিছু রিলিফ্, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অর্থনৈতিক সাহায্য ইত্যাদি।

উত্তর ঃ প্রত্যেকটা বিষয় নিয়েই কথাবার্তা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ও রাজ্য সরকারের সাথেও আমরা আলোচনায় বসছি।

প্রশ্ন ঃ সঠিক পরিকল্পনার অভাবে লঙ্ ওয়াল প্রজেক্টগুলো ব্যর্থ হল। তার অর্থনৈতিক দায়ভারে কি ই সি এল এর লোকসানের পরিমাণ বাড়ে নি?

উত্তর ঃ খা রাপ ও ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থানের জন্য প্রকল্পগুলো ব্যর্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ই সি এল কি সত্যিই ঘুরে দাঁড়াতে পারবে?

উত্তর ঃ আমরা যে পদক্ষেপগুলো নিতে চলেছি তাতে করে ই সি এল ঘুরে দাঁড়াতে পারবে।

খনি অঞ্চলের সিটু নেতা
হারাধন রায়ের সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ঃ ই সি এল দশটা কয়লা সমৃদ্ধ প্যাচ প্রাইভেট ঠিকেদারের হাতে কয়লা উত্তোলনের জন্য কেন দিয়ে দিচ্ছে?

উত্তর ঃ তার জবাবটা ই সি এল-ই দিতে পারবে। We are against it । আমরা এইটুকু বলতে পারি, আমাদের কোলিয়ারীর পাঁচটা ইউনিয়ন আউটসোর্সিং এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। ধানবাদে যে Convention হয়েছিল সেখানেও আমরা বিরোধিতা করেছি। কিছুদিন আগে আসানসোলে Convention-এ বিরোধিতা করা আছে। এখন বিজেপি সরকার, কংগ্রেসও আত্মসমর্পন করেছিল আমেরিকার কাছে। এবং তারা WTO এর শর্ত মেনে নিয়েছে। মেনে নিয়েছে IMF, WB এর খবরদারী করা আমাদের উপর। আমেরিকার নির্দেশ তাদের মারফত আমাদের কাছে আসছে। আমাদের সরকার তাদের প্রতিটি নির্দেশ, কথা পালন করছে। এটা তারই প্রতিফলন। শুধু আমাদের দেশে হচ্ছে না। এটা সারা পৃথিবীতে, WTO এর শর্ত, চুক্তি এর বিরুদ্ধে বড় বড় বিক্ষোভ হচ্ছে। মানুষ প্রতিবাদে, আগুনে নিজেকে আত্মবলী দিচ্ছে। কোরিয়ায় কিছুদিন আগে হয়ে গেল। যেখানেই ওদের মিটিং হয়, সেখানেই লক্ষ লক্ষ লোক বিক্ষোভে সামিল হচ্ছে। সারা পৃথিবী তছ্নছ্ হয়ে গেছে। তার ভবিষ্যৎ কেউ জানে না। আপনি যেটা জিজ্ঞাসা করলেন ১০টা প্যাচ কেন দিচ্ছে। শুধু দশটা কেন। সারা দেশটাই আমেরিকার কাছে বন্ধক হয়ে আছে। আমাদের দেশের সব বিক্রি করে দিচ্ছে। ওরা যেমন যেমন সাজাচ্ছে আমরা তেমন সাজাচ্ছি। আমাদের সরকারও ওদের।

প্রশ্ন ঃ আপনি বলছেন যে IMF, WB বা WTO এর নির্দেশ অনুসারে এইসব হচ্ছে। সেটার সাথে কি ই সি এল এর নিজস্ব লোকসান বা low productivity এর কোন সম্পর্ক নেই?

উত্তর ঃ মহা মুশকিল। আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব আমাদের পার্লামেন্টের হাতে। পার্লামেন্ট যে সিদ্ধান্ত নেয়, যে আইন বানায় তা সমস্ত দেশে প্রযোজ্য। WTO কিন্তু পার্লামেন্টে পাশ হয় নি। খামখেয়ালি ব্যাপার। আইন তো মানেই না। সংবিধানও না। কংগ্রেসও মানত না। বিজেপিও মানছে না। বিজেপির নেতৃত্বে জোট সরকারও মানে না। আমাদের দেশে আইন শৃঙ্খলা বলতে কোন বস্তুই নেই। সবেতে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। তার utilisation কিছু নেই। একটা আইন পাশ হল। যেমন একটা town-এ ১৪৪ ধারা পাশ হয়। সাধারণ লোক মানে, কার্ফু হলে তো

মানতে হবে। কিন্তু এদের আইনকানুন বলে কোন বস্তু নেই।

আমার আর কিছু বলার নেই। ৫-৭ বছরের মধ্যে গোটা দেশে প্রতিদিন পাঁচ-সাত হাজার লোক খাবারের অভাবে মরবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা যা আছে সব তুলে নিতে চাইছে। ফ্রি-স্কুলও থাকবে না। আপনি খাবার জলটাও ফ্রি পাবেন না এবং বিদ্যুৎটাও ফ্রি পাবেন না। কৃষকদের এখন যে ভর্তুকি ছিল তাও দেবে না! আমেরিকায় কিন্তু চাষের উপর ভর্তুকি আছে বিরাট। উন্নতিশীল দেশে কৃষিতে ভর্তুকি দিতে দেবে না।

প্রশ্ন ঃ না, আপনি যদি নির্দিষ্টভাবে বলেন কয়লা শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গাকে কেন প্রাইভেট ঠিকাদারের হাতে দিয়ে দিচ্ছে কয়লা উত্তোলনের জন্য?

উত্তর ঃ আমাদের দেশের কয়লার ভাণ্ডার বিরাট। দেড় কোটি টন কয়লা আছে । যে দশটা দিচ্ছে, আরও ৩১টা দেবে। সবগুলোই দেবে। তারা কোনটাই চালাবে না। আলাদা করে কোথায় কত কয়লার স্টক আছে বলতে পারব না। কোল ইণ্ডিয়াকেও ভেঙ্গে দেবে। সাবসিডিয়ারীগুলোও থাকবে কি থাকবে না ঠিক নেই। যারা ঠিকেদারী করত তারা এখন কোল কোম্পানীর মালিক। আর এই কোলীয়ারীগুলো দিচ্ছে বিদেশীদের সন্তুষ্ট করার স্বার্থে। আর আমাদের দেশের প্রাইভেট মালিক, বড় বড় কন্ট্রাক্টর যারা, একচেটিয়া পুঁজির মালিক, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, বিদেশী শক্তিরই সুদিন এখন, যা কিছু করছে এদেরই স্বার্থে। একটা কথা যদি আপনার মনে থাকে - আপনি সাংবাদিকতা করছেন, আপনার মনে থাকা উচিত - আমাদের দেশের সরকার বলেছেন 'আমরা সরকার চালাব - কারখানা চালাব না'।

প্রশ্ন ঃ সংবাদ পত্রের যেটা কাজ - সাধারণ মানুষের কাছে কিছু বক্তব্য নিয়ে যাওয়া। ই সি এল এখন বলছে সে লোকসানে চলছে। তার কাছে নতুন বিনিযোগ করে কোলিয়ারী চালু করার সামর্থ নেই। তাহলে কয়লা তোলার জন্য প্রাইভেট ঠিকেদারের হাতে দিয়ে দেওয়া সঠিক পদক্ষেপ নয় কি?

উত্তর ঃ আমি একটা যুক্তি দিচ্ছি। Coal Industry জাতীয়করণ এমনি এমনি হয় নি। দেশ স্বাধীনতার পর দেখল যে আমাদের স্বনির্ভর হওয়া দরকার। আমাদের দেশের কয়লা বিদেশীদের হাতে ছিল। দেশীয় মালিকদের হাতে ছিল। কয়লা বিদ্যুৎ তৈরিতে প্রধান উপাদান। আমাদের দেশে ৭০-৭৫ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় কয়লা থেকে। Immediately প্রচুর কয়লার প্রয়োজন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। আণ্ডার গ্রাউণ্ড কয়লাখনি থেকে কয়লা তুলতে প্রচুর সময় লাগবে। অনেক টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। তাই আণ্ডার গ্রাউণ্ডগুলো কমিয়ে দেওয়া হবে। OCP বা Open Cast এর উপর জোড় দিতে হবে। যার অপর নাম Outsourcing, World Bank এর দেওয়া নাম। দেখুন কয়লাটা Absoutely সরকারের হাতে থাকবে। আর কারো হাতে না। এর জন্যে কয়লা যেখানে যেখানে পাওয়া যায় সব জাতীয়করণ করে নেওয়া হয়েছিল। শুধু মাত্র IISCO, Tata Iron and Steel প্রভৃতি কয়েকটা শিল্পকে নিজস্ব কয়লাখনি (ক্যাপটিভ খনি) দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও তাদের কয়লার প্রয়োজন মেটে নি। কিন্তু তাদের সরকারী কয়লাখনি থেকে কয়লা কিনতে হয়।

কয়লাকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল দেশটাকে গড়ে তোলার জন্য। দেশের বিদ্যুতের চাহিদা মেটান। এবং উত্তোরত্তর চাহিদা বাড়ছে বিদ্যুতের। যে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে না, সে দেশের কোন উন্নতি হবে না। কোন জিনিযে বিদ্যুৎ লাগবে না বলুন তো। আজ আপনি খাবার করুন। তাতে বিদ্যুৎ লাগবে। চুল কাটুন তাতেও বিদ্যুৎ লাগবে। সব জিনিযেই বিদ্যুৎ লাগবে। একটা কারখানা চালান তাতেও বিদ্যুৎ লাগবে। সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। আর যারা করেছিল তারা নির্বোধ লোক ছিল না। বড় বড় শিল্প গড়ে উঠল। কয়লা শিল্পের মেশিনের পার্টস্ তৈরির জন্য MAMC, রাঁচিতে হেভি ইন্‌জিনিয়ারিং কারখানা গড়ে উঠল। কারণ আমরা দেশটাকে self supported করতে চাই। আমরা কারও উপর নির্ভর করব না। কয়লা শিল্পকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল ঐ উদ্দেশ্যে। এখন আমরা এইসব শিল্প বন্ধ করে দিচ্ছি। এখন উদারনীতি, বিশ্বায়ন হয়ে গেছে। পৃথিবীটা এক। চোদ্দশো আইটেম যা বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আসতে পারত না। এটা ছোট এবং মাঝারি স্কেল ইণ্ডাস্ট্রীর কথা মাথায় রেখে করা হয়। কিন্তু সেই

Reservation তুলে দেয়। কৃষকদের জন্য কিছু Reservation ছিল - উঠে গেছে। সার কারখানা তুলে দেওয়া হচ্ছে। নীতি হচ্ছে দেশটাকে ধ্বংস করার। এটা হচ্ছে ধ্বংসের খেলা! আপনি একটা জিনিষ নিয়ে খুব বলছেন। কয়লা, কয়লা, কয়লা! আমাদের দেশের টাকা নেই। সেই টাকা গেল কোথায়। কে বলেছে টাকা নেই। আমাদের দেশের যারা একচেটিয়া মালিক তাদের কাছে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা পাওনা আছে, কেন আদায় হচ্ছে না? ব্যাঙ্কঋণ, ইনসিওরেন্স কেন আদায় হচ্ছে না? আরও নিচ্ছে তারা, আমাদের দেশের টাকা আছে। আমাদের দেশের কাঁচা মাল আছে। আমাদের দেশের সব কিছু আছে। আমাদের দেশের কারিগরী আছে। আমাদের দেশের জমি আছে। এবং সব কিছু থাকা স্বত্বেও আমরা দেশটাকে তছনছ করে দিলাম। সব কারখানা, জুটমিল, পেপারমিল সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বলছে আমরা সব দেব। তোমরা ফুলের চাষ কর। ধান, গম, আলু কোন কিছুই তোমাদের চাষ করার দরকার নেই। আরও বলছে আমাদের দেশের Child Labour আছে, কম মজুরীতে কাজ করান হয়। তাই তোমাদের জিনিষ কিনব না। ওদের জিনিষ আমাদের কিনতে হবে।

প্রশ্ন ঃ সরকার বলছে আমার টাকা নেই। আমি নতুন মাইন খুলতে পারছি না। এটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ কে বলেছে সরকারের টাকা নেই। তাহলে কি উপাধ্যায়ের টাকা আছে। বালি চালায় যে, মিষ্টি বেচে যে তার টাকা আছে? পাগলামি। টাকা চুরি করলে কি হবে। কয়লা জাতীয়করণ করার পর থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা নিয়োগ হয়েছে। আমার কাছে Coal Secretory স্বীকার করেছেন টাকা লুট হচ্ছে ব্লাণ্ডার হচ্ছে। He has admit it. It is pending enquiry of CBI। যে সব মেশিন আনা হয়েছে তাতে কাজ হচ্ছে না। কয়লা যা উৎপাদন হয় তার তিরিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ চুরি হয়। সবই যদি চুরি হয়ে যায়, বিড়ালের পিঠে ভাগের মত হবে, আমাদের দেশ টাকা পাবে কোথায়?

প্রশ্ন ঃ তাহলে ই সি এল এর বি আই এফ আর থেকে বেরিয়ে আসার সাথে এই পদক্ষেপগুলোর কি কোন সম্পর্ক নেই?

উত্তর ঃ তার জন্য আমাদের পাঁচটা ইউনিয়ানের সাথে এ্যগ্রিমেন্ট হয়েছে। মাইন থেকে মাইন বসে আলোচনা করে কোথায় কত কয়লা আছে। কোথায় কত টাকা লাগবে তা ঠিক করা হবে। জানেন? যেখানে ১ লক্ষ ৯২ হাজার লোক ই সি এল এ চাকরী করত। সেখানে . . . .

প্রশ্ন ঃ ১ লক্ষ ১৫ হাজার?

উত্তর ঃ না ১৫ হাজারও নেই। এক লক্ষ মতন আছে। প্রত্যেক সময় লোক কমছে। সেখানে ঘটনা হচ্ছে লোকের অভাবে কোলিয়ারী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দুটো শিফট্ বন্ধ হয়ে গেছে। এবং কোলিয়ারীর আইন কানুন না মানার ফলে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও আসানসোলের বেশীরভাগ অংশে ৫০০ মৌজার, কোনটা আংশিক ও কোনটা পুরো গ্রাম, বস্তি, শহর সম্পূর্ণ Unrafe Zone এ পড়েছে। ১৯৯১ এর সেনসাস রিপোর্ট অনুসারে এই অঞ্চলের প্রায় চার লক্ষ লোক আগুন, জল, খাদ, গ্যাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন সময়ে এখানে একটা Desaster হবে। এবং কয়েক লক্ষ লোক মারা যাবে। এই কথাগুলোতো কেউ বলছে না? নিয়মটা কি? আইনটা হল কয়লা কাটবে, তারপর সেই জায়গা Stabilized করবে। করছে না। কেস্ করেছি। পুনর্বাসনের জন্য কেস করেছি।

প্রশ্ন ঃ তাহলে ওরা যে দেখাচ্ছে ১০ টা প্যাচ থেকে সাত বছরে ১২০০ কোটি টাকা লাভ করবে। তা দিয়ে ই সি এল কি তার লোকসানটা মেকআপ করতে পারবে?

উত্তর ঃ আমাদের দেশের যে মিডিয়া প্রচার - কিছু মনে করবেন না। আপনি মিডিয়াতে আছেন। খবরের কাগজ, টিভি বলুন, মিডিয়া বলুন, তাদের পেছনে কাড়িকাড়ি টাকা খরচা করা হয়। কিন্তু মানুষের কথা কোন মিডিয়া বলে? পাঁচলক্ষ লোক যে আগুনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, কেউ জানে? আমাদের দেশের কত কয়লার পশ্চিমবঙ্গে রিসোর্স আছে তা কেউ জানে? আমাদের দেশের কয়লা লোকের অভাবে যে কাটতে পারছে না, কয়লাকে ইচ্ছে করে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, ই সি এল-এর ই উচিত তাকে রক্ষা করা। তাদের যথেষ্ট ফোর্স আছে।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু বেলপাহাড়িতে যে প্রাইভেট কন্ট্রাক্টর দিয়ে

কাজ শুরু করে দিয়েছে, তা আটকাতে পারলেন না কেন?

উত্তর ঃ আপনি প্রথমেই ভুল করছেন। আমরা কাজটাকে প্রথম দুবছর আটকে দিয়েছিলাম। কেবল আমরা। আমাদের যে সি আই টি ইউ সংগঠন, আমরা এর বিরুদ্ধে নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। সুনীল বসুরায়, বামাপদ মুখার্জী, গৌতম ঘটক, অশোক সামন্ত, হারাধন ঝাঁ, সনাতন রায়, সুদর্শন প্রসাদ তাছাড়া হাজার হাজার লোক কাজ বন্ধ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এবারও যখন শুরু করল বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তিন তারিখে হাইকোর্ট এর নোটিশ পেলাম। সোমবার কেস্ ফাইল করবে। মঙ্গলবার হিয়ারিং হবে। আমাকে ছুটি দিয়ে দিল এখানে। দু-তারিখে কিছু হল না, তিন তারিখে কিছু হল না, চার তারিখে হল না, চলে গেলাম কলকাতায়। ওরা পাঁচ তারিখেই চালু করল। তবে কি শর্তে চালু করল বলতে পারব না। কোল ইণ্ডিয়া, ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমাদের এম পি, এ এল এ ও নেতারা যুক্ত। আমরা কোন এ্যাগ্রিমেন্ট পাই নি। স্বভাবত আমাদের নিয়ম হচ্ছে এ্যাগ্রিমেন্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পেপারে জানিয়ে দি। সারা দেশকে জানিয়ে দিই। Neither from Government, CIL, not from ECL, not from WB Government, not from আমাদের পার্টি। আমাদের কিছু নেতা যারা এতে জড়িত, যারা করেছে কাজটা কেন করেছে, I cannot understand,আমার মন্ত্রী, আমার এম এল এ, তাদের কাছ থেকে এই উত্তরটা নেবেন। কিন্তু সরকার পুলিশ দিয়ে মদত দিয়েছে। আমাদের মন্ত্রী, এম পি, এম এল এ, আর Part of the working class,তবে আপনি যদি বলেন, বাধা দিলেন না কেন? আমরা মানুষকে দুটো রুটি দিতে পারি না! একটা চাকরি দিতে পারি না! একটা কাপড় দিতে পারি না! ওষুধ দিতে পারি না! এক কাঠা জমি দিতে পারি না! তারা যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে আমরা চালু করব বলেই তো তারা চালু করিয়েছে। আমি সেখানে যদি নিজে বাধা দিতে যাই। সেখানে খুন জখম হতে পারে। আগে আমরা বহু লোককে হারিয়েছি। শহীদ হয়েছে। বহু লোক আহত হতে পারে। বহু পরিবার উজাড় হতে পারে। বহু লোক জেলে যেতে পারে। আমার সে রাইট নেই। আমার বিবেক সে রাইট দেয় নি। তুমি চাম্পিয়ন সাজার জন্যে কিছু লোককে খুন কর। আমি যাতে লোক খুন না হয়, লোককে জেলে যেতে না হয়, অত্যাচার না হয় সেই জন্য, আমি তাই বাধা দেওয়া এড়িয়ে গেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের কোলিয়ারীতে আর যে চারটে ইউনিয়ন আছে তারা কিভাবে এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে?

উত্তর ঃ প্রস্তাবের বিরোধিতা আছে। তারা সক্রিয় না নিষ্ক্রিয় তা তাদের কাছ থেকেই জেনে নেবেন। আমি অপরের হয়ে কথা বলব না।

প্রশ্ন ঃ ই সি এল এর শ্রমিকদের উপর এই outsourcing এর প্রভাব কিভাবে পড়বে?

উত্তর ঃ আমার কাছ থেকে না জেনে তা শ্রমিকদের কাছে গিয়েই জিজ্ঞাসা করুন।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আমরা শ্রমিকদের সাথে কথা বলে জেনেছি যে শ্রমিকরা বিষয়টা জানেই না। কেন জানে না শ্রমিকরা, কোনও ইউনিয়ন কি বিষয়টা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করে নি?

উত্তর ঃ শুনুন আমাদের ইউনিয়নের ধরণটা আলাদা। আমাদের যে সেন্ট্রাল কমিটি আছে। মিটিং হয়। প্রত্যেক সিদ্ধান্ত ব্রাঞ্চে যায়। শ্রমিকরা জানে না তারা ভুল করছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমস্ত ভারতে। একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস আমলে একটা আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, তারা মুখই খুলতে চায়না। অন্যায় দেখেও চোখ, মুখ বন্ধ করে থাকে। এখন এরকম সারাদেশে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। সেজন্যই তারা মনের কথা বলতে পারে না। এড়িয়ে যায়। ওদের এত কাঁচা ভাবছেন কেন? যারা সংসার চালাচ্ছে, কোলিয়ারী চালাচ্ছে, কোথায় কোলিয়ারীতে গণ্ডগোল তা ঠিক করে। তারা জানে না, তাদের ক্ষেত্রে ওয়েজ এ্যাগ্রিমেন্ট লাগু হচ্ছে না, সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো তুলে নিচ্ছে তা তারা জানে না, বোঝে না!

প্রশ্ন ঃ এই বিষয়টা জানে কিছু দক্ষ শ্রমিক। এই প্রাইভেট ঠিকেদারকে দেওয়ার ব্যাপারটা জানে। কিন্তু যারা সরাসরি প্রোডাকসানের সঙ্গে যুক্ত তারা বিষয়টা কেন জানে না?

উত্তর ঃ তারা প্রত্যেকেই ভালভাবে ব্যাপারটা অবগত আছে। কারণ কম লোডার থাকার জন্য কোলিয়ারীগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারা তো জানবেই।

প্রশ্ন ঃ ই সি এল-এর লিজ অঞ্চলে বেঙ্গল এমটা লিমিটেড যে তারা কোলিয়ারী করেছে আর ভারতের প্রথম বেসরকারী কোলিয়ারী আসানসোল মহকুমারই সরষেতলীতে খোলা হয়েছে এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কি?

উত্তর ঃ বেঙ্গল এমটা তখন কিভাবে কোলিয়ারী খুলেছে তা আমরা জানতাম না। সরষেতলির ব্যাপারটাও আমরা জানতাম না। তার কারণটাও আপনাকে খোলাখুলি জানিয়ে দি। আমাদের ঢাকঢোল পেটানর ব্যাপার নেই। আমি তখন ছিলাম এম পি। বেশীরভাগ সময় দিল্লীতে থাকতাম। সবাইতো একভাবে ভাবে না। আপনার কাগজে আপনি একরকম লেখেন। অন্যজন আর একরকম লেখে হয়তো। আমি জানতাম না এটা হচ্ছে। যখন জানলাম, টু লেট। ততদিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার টেণ্ডার ডেকে ফেলেছে। আমি একজন লিডার, সেও লিডার, পশ্চিমবঙ্গে অনেক কয়লা মজুত আছে। তারা সারা দেশটাকেই বিলিয়ে দিচ্ছে। তারা মনে করেছে এতে দেশের উন্নতি হবে। তারা মনে করেছে উপাধ্যায় দেশটাকে সোনায় মুড়িয়ে দেবে। গোয়েঙ্কা সোনায় মুড়িয়ে দেবে। আমাদের দেশের যারা মালিক আছে তাদের সুবিধা, বিদেশ থেকে যারা আসছে তাদের সুবিধা। আমরা কোন দিনই মানুষ হইনি। আমরা চাই বাইরের শাসন বা কুশাসন। একটা গার্জিয়ান। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের কোন ঠিক থাকবে না। এটা যাতে মনে না হয় যে কোলিয়ারী বন্ধ হচ্ছে. তার জন্য একটা সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে। দাঙ্গা, ধর্মভেদ এটা এখন মূল স্লোগান।

প্রশ্ন ঃ এভাবে প্রাইভেট হাতে কয়লা সম্পদ চলে যাওয়া বা কয়লা শিল্পে বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করার কি কোন রাস্তা নেই?

উত্তর ঃ দেশের মজুররাই কয়লা শিল্পকে জাতীয়করণ করেছিল। কখনও সরকারই শেষ কথা বলতে পারে না। বলবে দেশের জনগণ।

খনি অঞ্চলের আই এন টি ইউ সি নেতা সুকুমার ব্যানার্জীর সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ঃ ই সি এল দশটা ও.সি.পি প্যাচে কয়লা তোলার কাজ প্রাইভেট কন্ট্রাক্টারের হাতে দিয়ে দিয়েছে -- এটা কি বেসরকারীকরণের একটা পদক্ষেপ?

উত্তর ঃ না, এটা বেসরকারীকরণ নয়। শুধুমাত্র কয়লা তোলার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে প্রাইভেট ঠিকেদারের হাতে। তারা কয়লা তুলে ই সি এল কে দেবে। ই সি এল সেই কয়লা বিক্রি করবে। এখানে শুধুমাত্র ঠিকেদার দিয়ে কয়লা উত্তোলনের কাজটা করান হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ এই পদক্ষেপ ই সি এল কেন নিল?

উত্তর ঃ এই দশটা প্যাচ থেকে ই সি এল লাভ করবে বেশ কিছু টাকা। সেই টাকা অন্য আণ্ডারগ্রাউন্ড খনির পুনরুজ্জীবনের প্রকল্পে লাগান হবে। এতে করে ই সি এল বাঁচবে। ই সি এল-এর শ্রমিকরাও বাঁচবে। আপনাদের পত্রিকাও বাঁচবে। আসানসোল অঞ্চলের পত্র-পত্রিকা, মানুষজন বেঁচে থাকবে।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু অন্য জায়গায় সাক্ষাতকার, এমনকি ই সি এল-এর ব্যালান্সসীট থেকে জানা গেছে ই সি এল নেট ওয়ার্থ - ২২৩০ এবং প্রত্যেক বছরে যুক্ত হবে কম করে ধরলেও ২০০ কোটি টাকা লোকসান। তাহলে সাত বছরে দশটা প্যাচ থেকে ১২০০ কোটি টাকা লাভ করে কেমন করে ই সি এল বি আই এফ আর থেকে বেরবে? তারপরে তো থাকছে পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন।

উত্তর ঃ এটা অনেকটাই বামপন্থী নেতাদের অপপ্রচার। একজন অসুস্থ হলে তাকে প্রথমে সাময়িকভাবে সুস্থ করার জন্য ঔষধ দিতে হয়। এটা তাই, আর ই সি এল কে বাঁচাতেই তারা দশটা প্যাচের উৎপাদন এই পদ্ধতিতে করা সমর্থন করছে। ই সি এল-এর সাথে সাথে তার শ্রমিকরাও বাঁচবে। তাই তারা সমর্থন করছে।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আপনারা সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জয়েন্ট অ্যাকশান্ কমিটির ডাকা কনভেশনে বিরোধী প্রস্তাবে সই করেছিলেন। তাহলে কি আপনারা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন?

উত্তর ঃ সেটা শুধুমাত্রই একটা বিরোধী প্রস্তাব ছিল। তা কনভেনশনে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় নি। পরে আমরা বুঝেছি সমর্থন করা দরকার, তাই সমর্থন করেছি।

প্রশ্ন ঃ এই কোলিয়ারী ঠিকা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কি ন্যাশানাল কোলওয়েজ এগ্রিমেন্ট প্রয়োগ হবে?

উত্তর ঃ অবশ্যই প্রয়োগ হবে। ন্যাশানাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্টের ক্যাটাগরী - I অনুসারে শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারিত হবে। সেই চুক্তিতেই ঠিকেদার নিয়োগ হয়েছে, তাছাড়া NCWR অনুসারে অন্য সুযোগ-সুবিধাও তারা পাবে।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আমরা জেনেছি ঠিকা শ্রমিকদের অনেক কম মজুরীর বিনিময়ে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ কারান হচ্ছে।

উত্তর ঃ আমরা বিষয়টা নজরদারী করব। যেখানে সঠিক মজুরী না পাবে সেখানে আমরা আন্দোলন করব।

প্রশ্ন ঃ যদি শ্রমিকদের মাইনে NCWR অনুযায়ী দেওয়া হয়, তবে কেন এই প্যাচগুলো থেকে কয়লা উৎপাদন departmentally করা হল না? কারণ departmentally করার পেছনে বড় কারণ শোনা যায় শ্রমিক কর্মচারীদের মাইনে বাবদ বড় পরিমাণ টাকার খরচ কমান?

উত্তর ঃ ভাবের ঘরে চুরি করে তো লাভ নেই। একটু আগেই প্রশ্ন করেছেন ই সি এল-এর বিপুল পরিমাণ লোকসানের অঙ্ক নিয়ে। ই সি এল-এর নতুন কোলিয়ারী খোলার মত টাকা নেই। সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য পেলেও নতুন কোলিয়ারী খোলার অবস্থায় নেই।

প্রশ্ন ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে আটটা প্যাচে কয়লা উত্তোলনের জন্য গ্লোবাল টেণ্ডার ডেকেছে। এখানেও ঠিকেদারী প্রথাতেই কয়লা উত্তোলন হতে চলেছে। আপনারা কি এর বিরোধীতা করছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমরা এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়লা বিক্রিরও অধিকার ছেড়ে দিচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম বেসরকারী কয়লাখনি সি ই এস সি-এর সরষেতলি কয়লাখনি ও বেঙ্গল এমটার তারা কোলিয়ারী তৈরি হবার সময় বিরোধীতা করেছিলেন?

উত্তর ঃ এটা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায়, তারাই জমি অধিগ্রহণ করে এদের দিয়েছে। আমরা তখন এর বিরোধিতা করেছিলাম।

খনি অঞ্চলের এইচ এম এস নেতা অনিরুদ্ধ রায়ের সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ঃ ই সি এল যে দশটা কয়লা সমৃদ্ধ প্যাচকে outsourcing করছে, বিষয়টা আসলে কি?

উত্তর ঃ ই সি এল WTO এর এর নির্দেশ মত ১০টা প্যাচ এ কয়লা উত্তোলনের কাজ নিজে না করে প্রাইভেট ঠিকেদারদের হাতে দিয়ে দিচ্ছে। এখানে সম্পূর্ণ ঠিকেদারী প্রথায় কয়লা খনি চলবে। শ্রমিকদের অনেক বেশী exploite করে বা departmentally করলে শ্রমিকরা যা পেত তার থেকে অনেক কম পয়সায় কাজ করিয়ে নেওয়া হবে। outsourcing শুধু ই সি এল নয় সব জায়গাতেই হচ্ছে। ই সি এল-এর ক্ষেত্রে স্পষ্টতই outsourcing হল কয়লা সমৃদ্ধ প্যাচ গুলো বা প্রাইভেট ঠিকেদারের হাতে দিয়ে দেওয়া।

প্রশ্ন ঃ ই সি এল এটা কেন করছে বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর ঃ আজ থেকে প্রায় একবছর আগে বেশ কিছু দাবী আদায়ের জন্য ভুখা হরতাল করিতার মধ্যে প্রধান দাবী ছিল আণ্ডারগ্রাউণ্ড খনির উৎপাদন প্রক্রিয়া যান্ত্রিকিকরণ, continuous miner বসিয়ে। বর্তমানে খোট্টাডি, ঝাঁঝড়া, আর সরপি (বাঁকোলা এরিয়ার) continuous miner বসেছে। তাতে উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। তাতে করে অস্তে আস্তে এই লোকসানটা কমে যাবে। এখন ই সি এল-এর বক্তব্য হচ্ছে এই কাজগুলো করতে তাদের চার থেকে পাঁচ বছর সময় লাগবে। টেণ্ডার ডেকে মেশিন কিনতে হবে। মেশিন বসাতে হবে। আমি আজকেই মেশিন বসালাম। কালকেই উৎপাদন হবে এমন কোন ব্যপার নয় । বেশ কিছু দিন সময় লাগবে উৎপাদন বাড়াতে। এই তিন বছর প্যাচগুলো থেকে যে লাভ হবে তা দিয়ে ই সি এল-কে কিছুটা চালানো যাবে। আসলে এই যুক্তিটা ধোপে টিকছে না। কারণ ই সি এল-এ বছরে ২০০ কোটি টাকার কয়লা চুরি হয়। আর outsourcing করে এই বছরে তারা পাবে ১৫৬ কোটি টাকা। কয়লা চুরি বন্ধ করলেই সাত বছরে ১৪০০ কোটি টাকা এসে যাবে। এটা করার দরকারটা কিসের। ১১৭০ কোটি টাকার বেশী পেয়ে যাচ্ছি। outsourching করার দরকার নেই। outsourching করার অন্য অনেক জায়গা আছে। ই সি এল-এর যে পুকুরগুলো আছে সেখানে পি সি কালচার করতে পারে। খালি জমিতে বহুতল বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দিতে পারে। তা না করে মাইনিং-এ লোক কমিয়ে দিয়ে ঠিকেদার দিয়ে কোলিয়ারী চালাব। এটা একটা বাজে যুক্তি। স্টেট ব্যাঙ্ক ওদের কথাতেই এই স্কীম দিয়েছে। কিছুতেই এভাবে রিভাইভ হবে না।

প্রশ্ন ঃ তাহলে ই সি এল-এর লোকসান বা বি আই এফ আর থেকে বেরোনোর সঙ্গে outsourcing এর কি সম্পর্ক?

উত্তর ঃ আসলে এর সাথে জড়িয়ে আছে দুর্নীতিও। এই ঠিকেদারী পাইয়ে দেবার জন্য অনেক অফিসারেরই দু-পয়সা আসবে। এই মূহুর্তে ই সি এল-এর নিট ওয়ার্থ (-) ২২৩০ কোটি টাকা। শেষ বছরে ই সি এল-এর লোকসান হয়েছে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। যদি কমিয়েও ধরি তবে প্রত্যেক বছরে ২০০ কোটি টাকা করে লোকসান যোগ হবে। আর ই সি এল-এর হিসেব অনুসারে outsourcing থেকে সাত বছরে লাভ হবে ১১৭০ কোটি টাকা। তাহলে যেখানে ই সি এল-এর নিট ওয়ার্থ সাত বছরে পৌঁছাচ্ছে - ৩৬০০ কোটি টাকায়। তা হলে বি আই এফ আর-এ সম্পর্ক কি? এর আগেও একবার বি আই এফ আর-এ গিয়েছিল। ৯৯ সালের লোনকে ইক্যুয়িটিতে ট্রান্সফার করে এর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তাতে কি করতে পেরেছে?

প্রশ্ন ঃ দশটা প্যাচ প্রাইভেটের হাতে দিয়ে দেবার প্রভাব কিভাবে শ্রমিকদের উপর পড়বে?

উত্তর ঃ শ্রমিকদের উপর প্রভাব পড়বেই। এই কারণে যে যখনই ম্যানেজমেন্ট বুঝতে পারবে যে সস্তায় যদি শ্রমিক পাওয়া যায় তখনই আগামী দিনে যে ওয়েজ এগ্রিমেণ্ট হবে

বা যে ডিমাণ্ড গুলো থাকবে তা তারা দেবে কেন? তাদের Bargaining Power বেড়ে যাবে। যতদিন যাবে যত শ্রমিক সংকোচন হবে তত আমার লড়াই এর ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। আমার ১৯৯১-এ ১ লক্ষ ৯২ হাজার শ্রমিক ছিল। এখন ১ লক্ষ ১৪ হাজারে এসেছে। দেখতে দেখতে ২০০৫ সালের মধ্যে ১ লাখের মধ্যে চলে আসবে। আমার তো লড়াইয়ের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। শ্রমিকদের উপর প্রভাব পড়বেই। ছাঁটাই করার দরকার হবে না। স্বাভাবিক মৃত্যু এর মধ্যেই চলে আসবে। তিন চার মাস মাইনে বন্ধ করে দেবে। বলবে আমার টাকা নেই মাইনে দিতে পারছি না। টাকা নেই। আমি প্রোডাকসান্ করতে পারছি না। কোথায় যাবে তখন শ্রমিকরা। পেনশন্ এর উপর খুব প্রভাব পড়বে। যখন পেনশন্ হিসেব করে তখন যা লোক ছিল তার থেকে এখন অনেক কমে গেছে। তার ফলে পেনশনের টাকা জমার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। আর বেরোনর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ট্যাঙ্কের একদিকে জল ঢোকার পরিমাণ কমে গেলে বেরোনর পরিমাণও কমে যাবে।

ই সি এল-এর শ্রমিকদের উপর প্রচণ্ড চাপ আসবে। এখন শ্রমিকরা বুঝতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত এটা তারা বুঝতেই পারবে। এখন হয়তো বলবে ছাঁটাই হবে না। লোক আপনিই বিদায় হবে। তিন মাস মাইনে না দিয়ে বলবে স্বেচ্ছা অবসর দিচ্ছি, চলে যাও। ঐ কথার কোন মানে হয় না। লোক ছাঁটাই হবে না। লোক আপনিই ছাঁটাই হবে। স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে চলে যাবে।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কি কর্মসূচী এরপর নিতে চলেছেন?

উত্তর ঃ আমরা আগামী দিনে এর বিরুদ্ধে প্রচার করবো। গেট মিটিং করবো। কোলিয়ারীতে কোলিয়ারীতে গিয়ে বিষয়টা নিয়ে শ্রমিকদের নিয়ে মিটিং করবো। মিছিল করা হবে। ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ কোল ইণ্ডিয়া ঘেরাও হবে। সেখানে পরবর্তি কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আমরা যখন শ্রমিকদের ইনটারভিউ নিতে গেছি তখন জানলাম যে সরাসরি উৎপাদনের সাথে যুক্ত শ্রমিকরা এই বিষয়টা সম্বন্ধে অবগত নয়। সেটা কেন?

উত্তর ঃ এটা শ্রমিকদের না জানার কথা নয়। তারা ভালভাবেই জানবে। কারণ আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মিটিং করেছি। গেট মিটিং করা হয়েছে। মিছিল করা হয়েছে। আপনারা কোন কোলিয়ারীর শ্রমিকের ইনটারভিউ নিয়েছেন?

প্রশ্ন ঃ আমরা সাতগ্রাম প্রজেক্ট, নর্থ সিয়ারসোল ও নিঘা তে শ্রমিকদের সাথে কথা বলেছি। তাতে মনে হয়নি তারা এই প্রাইভেট ঠিকেদারের হাতে দিয়ে দেওয়ার বিষয়টা জানে এবং তারা বলেছে কোন ইউনিয়ন এই বিষয়টা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করে নি? এমন কি যারা একটু বিষয়টা জানে - তারা বেলপাহাড়িতে কাজ শুরু হয়েছে সেটা জানে না। এটা কেন? সত্যিই কি কোন ইউনিয়ন শ্রমিকদের শিক্ষিত করার যথেষ্ট চেষ্টা করে নি?

উত্তর ঃ আসলে সমস্ত জায়গায় তো সমানভাবে প্রচারের কাজ করা যায় নি। এটা ঠিকই যে সবার কাছে এই বিষয়টা পৌঁছায় নি। তার ফলে অনেকে ভালভাবে outsourcing বিষয়টা কি তা জানে না। আরও গেট মিটিং আমাদের করতে হবে। তবে পাণ্ডবেশ্বর অঞ্চলের দিকের শ্রমিকরা কিন্তু বিষয়টা অনেক ভালভাবেই জানে। ওখানে আসলে অনেক নাড়াচাড়া পড়েছে তো। অনেক বেশী মিটিং-মিছিলও করা হয়েছে ঐ অঞ্চলে। ওদিকেই অনেকটা প্যাচ পড়েছে।

প্রশ্ন ঃ কোল মাইনস্ অ্যাক্ট অনুসারে কয়লা উৎপাদনের কাজ ঠিকেদারী প্রথায় করানো যাবে না। তাহলে এই কাজগুলো তো কোল মাইনস অ্যাক্টকে অমান্য করে হচ্ছে কিনা? এক্ষেত্রে কি আপনারা কোন আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, কোল মাইনস অ্যাক্টকে অমান্য করেই সমস্ত কোল ইণ্ডিয়াতে প্রাইভেট ঠিকেদার দিয়ে কয়লার উৎপাদন হচ্ছে। MCL, BECL সমস্ত জায়গাতেই বহুদিন থেকে প্রাইভেট কাজ শুরু হয়েছে। ই সি এল এও খুব কম পরিমাণে উৎপাদন হত প্রাইভেট ঠিকেদার দিয়ে, কিন্তু এখন বড়সড় করেই শুরু হয়ে গেছে প্রাইভেট ঠিকেদারী। আমরা এটা নিয়ে কেস করার কথা ভাবছি। তাছাড়া ওরা তো কোল মাইনস অ্যাক্ট পরিবর্তনের সমস্ত পরিকল্পনা ছকে ফেলেছে।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু amadement এর আগেই তো কার্যকর

হয়ে যাচ্ছে কন্ট্রাক্টে কয়লা উত্তোলনের কাজ।

উত্তর ঃ গায়ের জোরে করছে। শিশু শ্রমিকের বিরুদ্ধে অ্যাক্টও তো আছে। বন্ধ করতে পারা গেছে কি? এন জি ও রাও চেষ্টা করেছে। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন এর বিরুদ্ধে। কিন্তু বন্ধ করা যায় নি। যে সামাজিক প্রেক্ষাপটটা রয়েছে তার বাইরে গিয়ে লড়াই করতেও তো কিছুটা সময় লাগবে। এখানেও সময় লাগবে। পরিস্থিতিটা আমাদের বিপক্ষে এটা ঘটনাই। এত বেকারের সংখ্যা হয়ে গেছে। Unemployment এত বেশী বেড়ে গেছে। যেখানে কোন সামাজিক নিরাপত্তা নেই। সেখানে সস্তায় লেবার পাবে ম্যানেজমেন্ট বা মালিকরা এটা তো স্বাভাবিক কথা। কিন্তু এটাকে নিয়ে মুভমেণ্ট করতে হবে। চুপচাপ এটা তো মেনে নেওয়া যায় না। দরকার হলে আমাদের কন্ট্রাক্ট লেবারদের দিয়ে মুভমেন্ট করতে হবে তবে আমরা আইনত এগোবার কথা ভাবছি। এই মামলার দায়ভার নেওয়ার মত খুব কমই উকিল আছে। সমস্ত রায়গুলো ম্যানেজমেন্টের পক্ষেই যাচ্ছে। দ্বিতীয় কথা আপনারা ই সি এল নিয়ে বলছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো এই কাজ করতে আরম্ভ করবে খুব শিগগিরি। একটা তো করেইছে। সরযেতলি যেটা। বেঙ্গল এমটাও প্রায় ঠিকেদারের কয়লাখনি। এছাড়া ভারতবর্ষে যে ৩১টা ব্লক দিয়ে দিয়েছে প্রাইভেট ঠিকেদার দিয়ে কয়লা তোলার জন্য তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ তে কতকগুলি ব্লক আছে। ঝাড়খণ্ডে আছে। মহারাষ্ট্রে আছে। তারপর ছত্তিশগড়ে আছে। ওখানকার সরকারের তো এমন কোন পরিকাঠামো নেই যে সেখানে তারা একটা ওপেন কাষ্ট মাইন খুলতে পারবে। তাদের একটা শভেল কেনারও টাকা নেই। তাদের ডাম্পার, ডোজারও কেনারও টাকা নেই। তারা তো ঠিকেদার কেই দেবে। একই কারণে এখানকার সরকার ও রাজনৈতিক দল এতে সমর্থন করছে। তারা অনেক কারণে সমর্থন করছে। সেখানকার সরকারের কিছু আয় বাড়বে। সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে পরিস্থিতি আমাদের বিরুদ্ধে। খুব সিরিয়াসলি যদি মুভ করা না যায় তবে ই সি এল-এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ই সি এল উঠে যাবে। শুধু ঠিকেদার দিয়েই চালাবে। শুধু ঝাঁঝড়া, সোনপুর বাজারী, রাজমহল এরকম কয়েকটা বড় বড় লাভজনক মাইনস্ রাখবে বা যেখানে continuous miner বসাবে বলেছে যেমন - খোট্টাডি এরকম কয়েকটা রাখবে। বাকিগুলো বন্ধ করে দেবে বা প্রাইভেট মালিকের হাতে দিয়ে দেবে। দুটো জিনিষ আমরা করেছি। একটা Privatisation এর বিলটা ২০০০ সাল থেকে রাজ্য সভায় পড়েছিল এতদিনেও সেটা তারা পাশ করাতে পারে নি। আর যে ২৬ টা কোলিয়ারী বন্ধ হবার কথা ছিল। চাপ দিয়ে আমরা সেটা রুখতে পেরেছি। এখন মাত্র পাঁচটা বন্ধ হবে। আর বাকিগুলো চালু করা হবে। তা আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন গুলোর এ দুটো সফলতা তো রয়েইছে।

প্রশ্ন ঃ সফলতাটাকে কিসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হবে। শ্রমিকরা কতটা Privatisation এর বিরুদ্ধে তা - দিয়েই তো?

উত্তর ঃ যে নীতি আছে Privatisation এর, আমরা তার বিরুদ্ধে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে আমরা সফল। Privatisation এর বিরুদ্ধে যতগুলো ধর্মঘট করেছি, আন্দোলন করেছি সেগুলো তো সফল হয়েছে। এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে শ্রমিকরা Privatisation এর বিরুদ্ধে। এটা তারা বোঝে। Privatisation বা লোক কমা এগুলো আমরা মেনে নিতাম, যদি আমাদের দেশে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যপারটা সেভাবে থাকত। কিন্তু সেটা তো নেই। সেটার অভাবে যেটা হচ্ছে শ্রমিক সঙ্কোচন হচ্ছে। আমি দেখেছি ভি আর এস নিয়ে লোক বেরিয়ে গেছে, রাণীগঞ্জ স্টেশনে বসে সে এখন মুচির কাজ করছে । এরকম উদাহরণও আছে। এটার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার দরকার আছে, সুযোগও আছে। নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ ও দূর্বলতার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি এটা করে উঠতে পারছে না। আমি খোলাখুলিভাবে বলছি আই এন টি ইউ সি ১৪ তাখিরে কনভেনশনে কাগজে সই করে গেল যে আমরা outsourcing এর বিরুদ্ধে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে তারা বলল আমরা outsourcing বিরোধীতা করছি না। আপনারা করতে পারেন। contradiction যদি ট্রেড ইউনিয়ানের মধ্যে থাকে, স্বাভাবিক ভাবেই ম্যানেজমেন্ট এর সুযোগ নেবে। কিন্তু এটা বেশী দিন চলবে না।

প্রশ্ন ঃ এর প্রভাব কি ভাবে শ্রমিকদের উপর পড়ছে? তারা কি বিভক্ত হয়ে পড়ছে?

উত্তর ঃ এতে শ্রমিকরা বিভক্ত হওয়ার থেকেও বড় কথা তারা confused। তাদের কাজে জিনিষটা পরিষ্কার করে একদম আসতে পারছে না। outsourcing জিনিষটা যে ঠিকেদারী এই জিনিষটাকে যেভাবে গ্রাসরুট লেভেলে নিয়ে যাওয়া দরকার তা আমরা পারি নি। তবে আমরা পারবো। মিটিং যে হয় নি এমন ঘটনা নয়। যেখানে গিয়েছিলেন সেখানকার শ্রমিকরা বোঝে না। তবে কয়েকটা লেবেল আছে তো শ্রমিকদের মধ্যে। দুটো লেবেল আছে। যারা অফিসে কাজ করে - নিজেদের চাকরির নিরাপত্তা, পদোন্নতি নিয়ে চিন্তিত থাকে, তারা ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টে কখনও যায় না। অল্প সংখ্যায় যায়। কিন্তু আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যারা লোডার আছে তাদের মাথায় ঢোকাতে একটু সময় লাগে। কোল ইণ্ডিয়ার ইতিহাসে আছে। বেঙ্গল কোলের মত জায়গাতেও এইচ এম এস, আমাদের ইউনিয়ান একমাস ধর্মঘট করেছিল। মহিলা ওয়াগন লোডার আছে তারা পর্যন্ত এগিয়ে এসে ধর্মঘট করেছিল। পুলিশের গুলি চলে, তিনজন শ্রমিক মারা যায়। একসময় তাদের একটা প্রচণ্ড লড়াকু অবস্থান ছিল। তখন আবার শোষণের মাত্রাও বেশী ছিল। পরবর্তি কালে যে জেনারেশটা এসেছে, তারা বাবা মরেছে, চাকরীতে চলে এসেছে। এমন ঘটনাও আছে বাবাকে খুন করতে গেছে চাকরির জন্য। এদের মধ্যে একটা সুবিধাবাদী ঝোঁক আছে। এরা খুব একটা ট্রেডইউনিয়নের মধ্যে আসতে চায় না। এরা নেতা ও ম্যানেজমেন্টের থেকে সুবিধা পেয়ে আসছে যে কিছু ঘুষ দিলাম কাজটা হয়ে গেল। কে আর লড়াইতে যাবে। প্রমোশন্ হবে, ট্রান্সফারটা হবে না, আণ্ডার গ্রাউণ্ড থেকে সারফেসে আসা ইত্যাদি যদি পেয়ে যাই তাহলে আমরা কেন আন্দোলনে যাব। তবে এদেরকে যদি মোটিভেট করা যায়, তাহলে কাজ হবে।

প্রশ্ন ঃ বেঙ্গল এমটা লিমিটেড যেখানে তারা কোলিয়ারী করেছে সেটাতো ই সি এল-এর আগে পরিত্যক্ত খনি ছিল। সেখানে ই সি এল নিজে কোলিয়ারী না খুলে ঠিকেদার কে দিলো কয়লা তোলার জন্য -- তখন আপনারা বিরোধিতা করেছিলেন?

উত্তর ঃ কাগজে কলমে বিরোধিতা করেছিলাম। আমার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলতে পারি। তখন ঐখানে গিয়ে মাফিয়াদের সাথে লড়াই করে বিরোধিতা করার অবস্থা আমাদের ছিল না। প্রথমতঃ আমাদের ইউনিয়নে অবাঙালী সদস্যই বেশী এবং দ্বিতীয়তঃ ঠিকেদাররা গিয়ে গ্রামের লোকেদের কিছু টাকা দিয়ে রেখেছিল। সেখানে গিয়ে লড়াই করার মত অবস্থা আমাদের ছিল না। আমাদের দূর্বলতা ও বলতে পারো। আমরা স্বীকার করছি যে সেখানে গিয়ে যে মুভমেন্টাটা করা দরকার তা আমরা করতে পারিনি। সি আই টি ইউ-এর পার্টিগত ভাবে করা সম্ভব ছিল। তারাও করে নি। তাদের সব থেকে বেশী সুযোগ ছিল। গাঁয়ে তাদের একটা রাজনৈতিক সংগঠনও ছিল। গাঁয়ে তো আমাদের কোন রাজনৈতিক সংগঠন নেই। কাজেই গাঁয়ের লোকেদের সাথে লড়াইয়ের প্রশ্নে আমরা পিছিয়ে আসি। এটা বাস্তব ঘটনা।

প্রশ্ন ঃ ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পুরো বেসরকারী কয়লাখনি সরযেতলির ক্ষেত্রে?

উত্তর ঃ এটা একা পুরো ষড়যন্ত্র। তখন সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো চুপ করেছিল। আমরা ট্রেডইয়নরাও চুপ করে ছিলাম। এটা একটা ব্লাণ্ডার হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ পুনরুজীবন প্রকল্প কি শুধু Outsourcing ও ২৬টা কোলিয়ারী ক্লোজারের কথা বলা আছে। না আরও কিছু Proposal আছে ই সি এল কে বাঁচিয়ে তোলার জন্য।

উত্তর ঃ পুনরুজীবন প্রকল্পে ওরা ১১টা বিষয় দিয়েছে। যেটা ওদের বি আই এফ আর-এর কাছে দেবার কথা সমস্তগুলো প্রয়োগ করা হয় তবে বাঁচবে। একটা sensitivity Analysis করে দেখান হয়েছে তার মধ্যে একটাও যদি না করা হয়, ১০ টা করা হল সেক্ষেত্রে ই সি এল-এর revive করার কোন সম্ভাবনা নেই। তারা কতকগুলো রিলিফ এবং কনসেশন চেয়েছে যারা এর সাথে যুক্ত তাদের কাছে থেকে। প্রথমে কয়লা মন্ত্রকের কাছে কতগুলো রিলিফ চয়েছে। টাকা চায়নি, কিন্তু যেটা চাওয়া উচিত ছিল। OCP এর যে প্রোডাকসান হয় - তাতে অনেক কমদামে কয়লা ওঠে তো। তাতে একটা সেস্ বসিয়ে সেই টাকা থেকে বিনিয়োগ করা আণ্ডারগ্রাউণ্ড মাইনের জন্য। আণ্ডারগ্রাউণ্ড-এর জন্য যদি বিনিয়োগ করা হয় তবে আণ্ডারগ্রাউণ্ড খনির কোম্পানির আমলের মেশিনগুলোকে

পরিবর্তণ করা যেতে পারে মার্জিনাল কিছু বিনিয়োগ করে। যেমন নিঘার ক্ষেত্রে। নিঘা ৯৫০০ টাকা প্রতি টনে লোকসান করছিল। তারপর আমাদের চাপাচাপির পর সেখানে দেখা গেল এখনও অনেককয়লা মজুত আছে -- ঘাঘড় বুড়ি মন্দির, ও ইষ্টার্ন জোনে এত কয়লা মজুত আছে এবং বিশেষ করে পনিহাটি সিমের উপর যে কয়লা আছে, এ গ্রেডের কয়লা, সেগুলো যদি তোলা যায়, খালি ৭০টা ম্যান পাওয়ার লাগবে। তাতে লোকসানটা ৯৫০০ থেকে কমে ৩৫০০ টাকা চলে আসবে। তিনটে এস ডি এল মেশিন দেয় তাতে ৪০০ টাকা/টনে নেমে আসবে। আউট পুট পার ম্যান শিফট হয়ে যাবে .৭-এ, সেটা মেনে নিয়েছে। তিনটে এস ডি এল-এর অর্ডার হয়েগেছে। কিছু নিয়ম যদি মেনে চলা যায় আর কিছু টাকা (মার্জিনাল) কোলিয়ারী গুলোতে ইন্‌ভেষ্ট করা যায় তবে লোকসান অনেক কমে আসবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড মাইনস ভারতবর্ষের কোথাও লাভে চলে না। কাজেই বন্ধ করতে হলে এই ২৬টা কেন ভারতবর্ষের সমস্ত আণ্ডারগ্রাউণ্ড মাইনস বন্ধ করে দিতে হবে। সেটা তো হচ্ছে না। Ministry of Coal, OCP এর উৎপাদনের উপর সেস্ বসাতে রাজী হয় নি। আরও যে কয়েকটা কনেশেসন্ চাওয়া হয়েছিল তাতেও তারা রাজী হয়নি। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ানগুলোর একটা বড় দাবী ছিল - এই যে এতগুলো Subsidiary না করে, কোল ইণ্ডিয়াকে একটা কোম্পানী কর। যেমন স্টীলে আছে। এখন সি আই এল কে corporate tax দিতে হয় ১২ থেকে ১৪ হাজার কোটি টাকার মত। যদি একটা কোম্পানী হয় তবে লস্ মেকিং ও প্রফিট মেকিং মিলে ট্যাক্স দিতে হবে না। সেটাতে ওরা রাজি হয়নি। ওরা উল্টো দিকে চলছে। সাবসিডিয়ারি গুলোকে আলাদা আলাদা করে দেবার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে চেয়েছিল সেস্ কমিয়ে দেবার জন্য। আর ১০০ কোটি টাকার সফ্‌ট লোন। তারা বলেছে আমরা দুটোই করতে পারব না। আমরা ইলেকসিটি ডিউটি কমিয়ে দিতে পারি। ঝাড়খণ্ড সরকারের কাছে চেয়েছে সফ্‌ট লোন, তারা বলেছে কিছুই দিতে পারব না। এবার ট্রেড ইউনিয়ানদের কাছেও কিছু চেয়েছিল। তার মধ্যে তারা সমস্ত ভুলে গিয়ে একমাত্র Outsourcing ও ক্লোজার অফ্ মাইনের উপর জোর দিয়ে বসে আছে। যেন এই দুটো করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ ইউনিয়ান গুলোর কাছে কি চেয়েছিল?

উত্তর ঃ Outsourcing ও কোলিয়ারী বন্ধের অনুমতি। JVCCI -VII থেকে ই সি এল-কে বাদ দেবে, রবিবার কাজ করাবে, পয়সা দেবে না, single wages দেবে, ইত্যাদি। কিন্তু ওরা সমস্ত জোর দিচ্ছে Outsourcing ও ক্লোজার অফ্ মাইনস্ এর উপর। আমরা জিজ্ঞসা করেছিলাম যে এই দুটো করলেই কি ই সি এল রিভাইভ করবে। তারা বলেছে না কোন গ্যারাণ্টি নেই। State Bank বলেছে আরও নয়টাও করতে হবে। এটা অঙ্কের মাধ্যমেই দেখা যাচ্ছে আগে বলেছি।

প্রশ্ন ঃ কয়লাকে একটা জাতীয় সম্পদ ধরে আর অন্য শিল্প যাতে গড়ে উঠে তার জন্য কয়লাকে বা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকেও জাতীয়করণ করা হয়েছিল। সেকোন মূল্যে কয়লা-এর ভিত্তিতেই জাতীয়করণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আজকে দাড়িয়ে লাভ-লোকসানের প্রশ্নটা কেন আসছে?

উত্তর ঃ আজকে আসছে এই কারণে। যখন জাতীয়করণ করা হয়েছিল, তখন সারাভারতে কয়লার উৎপাদন ছিল ৭২ মিলিয়ান টনের মত। আজ উৎপাদন ৪৫০টন। সেদিন ভারতবর্ষের পুঁজিপতিদের হাতে এমন টাকা ছিল না যাতে তারা কয়লা খনিগুলো চালাতে পারে। আজ তাদের হাতে টাকা এসেছে, ই সি এল বছর বছর লোকসান করছে। কিন্তু ঠিকেদারা ঠিক লাভ করে চলে গেছে। যারা বেঙ্গল এমটা চালাচ্ছে তারা একসময় ই সি এল-এর ঠিকেদার ছিল। যারা Outsourcing করার ফলে ঠিকেদারী নিতে চাইছে তারাও টাকা করেছে ই সি এল-এ ঠিকেদারী করে। আজ ভারতবর্ষের পুঁজিপতিদের হাতে কিছু টাকা এসে গেছে। তার ফলে প্রশ্নটা এসে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে বেশ কিছুটা কয়লা উদ্বৃত্ত হয়েছে এবং ভারতবর্ষে আমদানি শুল্ক কমে যাওয়াতে বেশ কিছু কয়লা আমদানি হতে শুরু করেছে। বিশেষত উপকলবর্তী এলাকায়।

খনি অঞ্চলের নকশালপন্থী শ্রমিক নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জীর সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ঃ কয়লার প্যাচ ডিপজিট্ থেকে বেসরকারী ঠিকাদার দিয়ে কয়লা উৎপাদন ই সি এল কে কিছু আর্থিক পুনর্জীবন দেবে -- এই যে সরকারী একটা প্রচার এবং প্রচার মাধ্যমের একটা অংশ একে সমর্থনও করছে। এই সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ এগুলো সমস্ত বাজে কথা। তা হলে ও এন জি সি-র মত লাভজনক সংস্থাকে এরা বিক্রি করতো না। লাভজনক করে বেসরকারীকরণ ঠেকাবে! সবচেয়ে বড় উদাহরণ তেল কোম্পানীগুলো। এদের অনেক লাভ। এগুলো সব বেসরকারীকরণ করে দিয়েছে। যা কিছু লাভজনক করার চেষ্টা, পরিকাঠামো তৈরী করেছে তা বেসরকারীকরণের স্বার্থে। জাতীয়করণ করে জনগণের টাকায় পরিকাঠামো তৈরী করে প্রাইভেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এখানেও তাই হচ্ছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড মাইনস্ও বেসরকারী হাতে যাবে।

প্রশ্ন ঃ এই ব্যাপারে আর একটা প্রশ্ন, সাধারণভাবে বলা হচ্ছে এর ফলে বেশ কিছু মানুষের চাকরি-বাকরি হবে এবং এইভাবে যদি বিরোধীতা করা হয় তবে চাকরির সুযোগ কমে যাবে, মানে যেটুকু যা সুযোগ . . . . .

উত্তর ঃ না, ঠিক ঠিক। একথাটা বলছে। এটাও একটা বিরাট ভাওতা! বিরাট ভাওতা! চাকরি-বাকরি হবেই মানে? যে কোম্পানীগুলো ঠিকা নিচ্ছে, সেই কোম্পানীগুলো বিভিন্ন জায়গায় তাদের যে কন্ট্রাক্ট-এ কাজ হচ্ছে সেখানে যে হেভি মেশিনগুলো ব্যবহার করছে, সেগুলোর জন্য এখানে . . . . যেখানেই করবে হঠাৎ করে লোক পাবে না। এদের allready experienced man power (অভিজ্ঞ শ্রমিক) আছে। অথবা এরা একটা কোম্পানী থেকে আর একটা কোম্পানীতে টেনে নেয়। কোথাও পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছে, সাত-হাজার টাকার লোভ দেখিয়ে টেনে নিচ্ছে। যেমন আমি এখানকার কথা বলতে পারি, শংকরপুর। এখানে কন্ট্রাক্ট নিয়েছে ইণ্ডিয়া বলে একটা কোম্পানী, সাব কন্ট্রাক্ট নিয়েছে বলরাম জী বলে একটা কোম্পানী, আমরা ওদের সাথে কথা বলেছি। ওরা বলেছে ওদের হাইলি স্কিলড ম্যান পাওয়ার দরকার। যে মেশিনগুলো আসছে, সেগুলো বিদেশী কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম। যে ট্রাকগুলো আসছে, সেগুলো দশ চাকার। এখানকার ড্রাইভাররা চালাতে পারবে না। নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ যদি কিছু থাকে তা হলো ক্যান্টিন বয়, সিকিউরিটি গার্ড ইত্যাদি। এটা যদি employment হয়, তবে employment ! এদের বেতন অতন্ত কম। এমন কি স্টাফ্দের বেতনও অতন্ত কম।

প্রশ্ন ঃ এখানে কি ওয়েজ বোর্ড এগ্রিমেন্ট মানা হচ্ছে?

উত্তর ঃ NCWA তো হচ্ছে। সেটা হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ না, না এখানকার প্যাচগুলোতে যে কাজ শুরু হয়েছে?

উত্তর ঃ না, না একে বারেই না। কোন প্রশ্নই ওঠে না। ১/৪, ১/৫ , ১/৬ ভাগ বেতন দিয়ে কাজ করান হচ্ছে। তা-হলে আর ঠিকাদারকে দেবে কেন। আমার সাথে এদের কথাও হয়েছে। ওরা বলছে দেখুন ঠিকাদার দিয়ে কাজ করিয়ে রেজিং খরচ দু'শো তিনশো টাকা পরছে, সেখানে ডিপার্টিমেন্টকে দিয়ে করালে ১০০০ টাকা লাগবে। এই পয়সাটা ওরা বাঁচাচ্ছে। ই সি এল-এর ঠিকা সিস্টেমে প্রচুর ম্যান পাওয়ার আছে। তাদেরও তো ঠিকঠাক পয়সা দেয় না। ধরুন, এই যে কোল ট্রান্সপোর্ট ডিপার্মেন্টাল হওয়ার আগে থেকে এখন পর্যন্ত, যুগ যুগ ধরে কাজ করছে। খাদান থেকে কয়লা তুলছে, ট্রাকে ভরে রেলওয়ে সাইডিং-এ নিয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে আমাদের ইউনিয়ান আছে। এদের বেতন অতন্ত কম। একজন ই সি এল-র ড্রাইভার যদি দশ হাজার টাকা পায়, এদের দিত ১৫০০, ১৬০০ টাকা। আমরা এদের টেনেটুনে বেতন করেছি ২৫০০ টাকা। আমার মনে হয় এগুলো করে অফিসারদের লুটপাট করার রাস্তাটা আরো ভাল হবে।

প্রশ্ন ঃ আমরা একটা জিনিষ দেখছি। প্রতিষ্ঠিত যে ট্রেড ইউনিয়নগুলো আছে তাদের কথার মধ্যে বিভিন্নতা থাকছে।

উত্তর ঃ স্ব-বিরোধীতা। ঠিক। থাকবেই। জিজ্ঞাসা করলে বলছে, আমরা এর বিরোধীতা করি। তবে পাঁচটা ইউনিয়ন কিছু করছে না কেন? ই সি এল-এর এতগুলো জায়গায় এতগুলো প্যাচে উৎপাদন চালু হলো কি করে? হারাধন বাবু যে বিরোধীতা করলেন। হারাধন বাবুকে কেউ সমর্থন করলেন না কেন? হারাধন বাবুকে চক্রান্ত করে বের করে দিতে চাইছে। বলছে ওটা বুড়ো, যত তাড়াতাড়ি মরে ততই ভাল। ও কিছু বুঝছে না। আর কি হবে। যদিও হারাধন বাবুকে বহিষ্কার করা পুরানো শ্রমিকরা ভাল চোখে দেখছে না।

প্রশ্ন ঃ বেলপাহাড়ীতে এরা (হারাধন বাবুরা) যে ঠিকাদার দিয়ে কাজ আটকার চেষ্টা করেছিল তাতে কি ই সি এল-এর সাধারণ শ্রমিকদের পেয়েছিল?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ সেটা কেন?

উত্তর ঃ তার কারণ হারাধন বাবু ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক। গোটা ই সি এল-এর ইউনিটের যে বডি সেটা এখন কন্ট্রোল করে পার্টি, জোনাল কমিটি, লোকাল কমিটি। এদের কড়কে দিয়েছে উপর তলার পার্টি। আপনি কোথাও দেখবেন না সিটু ইউনিয়ান লোকাল কমিটি, জোনাল কমিটিকে বাদ দিয়ে চলতে পারে। গোটাই পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণে। কাজেই হারাধনবাবু গ্রাস্‌রুট থেকে তো লোক পাচ্ছে না। হারাধনবাবু নিজেও পারছেন না।

না, সাধারণভাবে ই সি এল-এর শ্রমিকরা তো বেসরকারীকরণের বিরোধী। ওরা বোঝে। তারা মনে করছে বিরোধিতা হওয়া উচিত। বোকা তো কেউ না। শ্রমিকরা তো মোটে-ই না। আমরা এম্‌টা নিয়ে বহু মিটিং করেছি। ওরা আগ্রহ নিয়ে শুনেছে। তারা মনে করে লড়াই হওয়া উচিত। এম্‌টা থেকেতো ওরা বুঝতে পারছে এম্‌টা কি সর্বনাশ করেছে। ঠিকাদার দিয়ে কয়লার প্যাচ থেকে কয়লা তোলা কি সর্বনাশ করবে তারা বোঝে। আপনি যে কোন শ্রমিকের কাছে যেতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আমরা দেখেছি বেশীর ভাগ শ্রমিক জানে না। আবার যারা জানে তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করে এ সি এল-এর এতেই ভাল হবে।

উত্তর ঃ প্যাচডিপজিট ব্যাপারটা খুব জটীল। সবটা মিলিয়ে বলতে হবে। শ্রমিকদের ভাবনা-চিন্তাতেও কিছু সমস্যা থাকে। ঠিকায় শ্রমিকদের কাজ করিয়ে যদি কোম্পানীর শ্রমিকদের ওয়েজ বোর্ডটা ঠিকঠাক চলে -- ধরনের ভাবনাও কাজ করে। প্যাচ, ক্যাপটিভ্, মাইন, কয়লা বাজারে বিক্রি, অফিসারদের দুর্নীতি সব মিলিয়ে যদি বিষয়টা শ্রমিকদের বোঝান যায় তখন কিন্তু শুধু প্যাচ বলে ব্যাপারটা থাকে না। তখন এটা একটা চক্রান্ত -- যেটা শ্রমিকরা বুঝতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আপনি বলছেন রেজিং cost দুশো - তিন শো টাকা পরবে, এছাড়াও কি অন্য কোন cost factor কাজ করছে?

উত্তর ঃ ওরা বলবে, ধরুন মেশিনারী বা অন্য যে কারণে কোলিয়ারীগুলো রিভাইভ করতে পারছে না, পুঁজীর অভাবে। কোল ইণ্ডিয়া বলছে কয়লা দেব না। মিস্ট্রি বলছে পয়সা নেই নিজের পায়ে দাঁড়াও। সুতরাং বাকোলা এরিয়াতে যদি একটা প্যাচে ঠিকাদার দিয়ে কয়লা তোলা হয় এবং বাকোলা এরিয়ার অ্যাকাউন্টে যদি জমা হয় তবে এরা দাবী করতে পারবে আমাদের একটা শেয়ার দাও। এই রকম একটা যুক্তিও ওরা দেখাচ্ছে। আজকাল আণ্ডারগ্রাউণ্ড মাইনিং-এ মেকানাইজডকরার খুব উদ্যোগ চলছে। লোডারের পরিবর্তে এস ডি এল নামে একটা মেশিন কাজ করছে। প্রচুর উৎপাদন হচ্ছে। একটা এস ডি এল নামছে নিচে। আর একটা মারুতি গাড়ি অফার দিচ্ছে ডিরেক্টারকে। কাজেই এই সব-ই হবে। রিভাইভাল হবে না। আর শুধু প্যাচ নিয়ে কথা বলেও লাভ নেই। প্যাচ একটা ষড়যন্ত্রের অংশ।

প্রশ্ন ঃ ই সি এল-র কি সত্যিই কিছু করার ছিল?

উত্তর ঃ অবশ্যই। অবশ্যই। ই সি এল-এর অফিসাররা, আজকের নয় জাতীয়করণের সময় থেকেই যে হারে লুট করেছে! যেমন ধরুন মেকানাইজড্ করবার জন্য লংওয়াল প্রজেক্ট। ধেমোমেন থেকে ঝাঝড়া পর্যন্ত তাতে অন্তত ৫০০০ কোটি টাকা অপচয় হয়েছে। আমি বলবো সব থেকে বেশী

দায়ী পলিসি মেকিং বডি। এরা বিভিন্ন সময় মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারদের সুপারিশগুলোকে পাত্তা দেয় না। বরং কখন ব্রিটেন, কখন ফ্রান্স দৌড়াছে। এদের সাথে কোলাবরেসন করে কাট্ মানি খেয়ে মেশিনগুলো কিনেছে। জি এম এই চুরির সাথে যুক্ত। ওয়াগন কে ওয়াগন কয়লা চুরি হয় ভূয়া চালানে। জি এম-র সই করা থাকে। তাছাড়া রয়েছে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ভাই-ভাতিজাদের ঠিকাদারী পাইয়ে দেওয়া। এখানে প্রচুর লুঠ চলছে। কাজে-ই ই সি এল নামেই পাবলিক সেক্টর। এখানে শ্রমিকদের কোন মতামত নেই। আমি ব্যাক্তিগতভাবে মনে করি ই সি এল যদি ঠিকঠাক চলতো, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বেকারদের শুধু ই সি এল থেকেই ১০০০ টাকা করে বেকার ভাতা দেওয়া যেত। এত বিশাল আয় ই সি এল দিতে পারে। যে পরিমাণ চুরি হয়। যদি সেটা আটকানো যেত। কিন্তু সেটা কে আটকাবে? একমাত্র সচেতন শ্রমিক। সংগঠিত শ্রমিক। কিন্তু শ্রমিক তো সংগঠিতও নয়, সচেতনও নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের কি প্রোগাম আছে? শ্রমিকদের সংগঠিত করতে?

উত্তর ঃ আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র শক্তি। আমরা শ্রমিকদের দালাল ইউনিয়ান, ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমরা এককভাবে ক্ষুদ্র শক্তি। যদি বলেন কোল সেক্টারের কথা BCCL, ECL, WCL, সিঙ্গারেণী, ACCL, বিলাশপুর সমস্ত জায়গায় এই রকম ট্রেড ইউনিয়ান কাজ করছে যারা শ্রমিকদের দালাল ট্রেড-ইউনিয়ানের গাড্ডা থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছে। এর যদি একটা সম্মিলিত শক্তি গড়ে তোলা যেত তবে কোল ইণ্ডিয়া একটা বড় জায়গা হতে পারতো। সে ক্ষেত্রে নানা সমস্যা কাজ করছে। সংগ্রামী শক্তিগুলো এক জায়গায় এসে কাজ করতে পারছে না। শেষ চেষ্টা একটা হয়েছিল বিলাশপুরে ওয়েজ এগ্রিমেন্ট হওয়ার পর। কিন্তু সেটাও দানা বাঁধতে পারলো না। নানা ধরণের সংকীর্ণতা, সুবিধাবাদী ঝোঁক প্রক্রিয়াটিকে শক্তিশালী করতে দিল না। সবাই যে যার ট্রেড ইউনিয়নকে শক্তিশালী করতে চাইলো। আমার মতে কয়লা শিল্পে সংগ্রামী শক্তি সবথেকে বেশী। আমার ধারনা দালাল ইউনিয়নগুলো বে-সরকারীকরণের যে বিরোধীতা করছে, সে ক্ষেত্রে এটা একটা বড় কারণ। কারণ সিঙ্গারেণীতে প্রমাণ হয়ে গেছে সিকাসার নেতৃত্বে শ্রমিকরা লাগাতার দু'টো পরপর লম্বা ধর্মঘট করেছে। তারপর সেই লড়াইকে দমাতে সিকাসার নেতাদের ধরে খুন করা হয়েছে। লিকুইডেট করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকরাতো আছে। সেই সংগ্রামী শক্তিটাতো আছে। সংগ্রামী শক্তি আছে। এটাই আমাদের ভরসা। যারা এই ব্যাপারটাকে রাজনৈতিকভাবে দেখছে, যে অগ্রগামী শ্রমিক, যারা ঠিকাদার দিয়ে কয়লা তোল, কেপটিড মাইন, বেসরকারীকরণ ইত্যাদিকে সামাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই-র সাথে যুক্ত করতে পারছেন, সেই অগ্রগামী শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করাটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এদের সংগঠিত করাটাকেই আপনারা বলতে পারেন আমার প্রধান দায়িত্ব হিসাবে তুলে নিতে চেষ্টা করছি। সে ক্ষেত্রেও অনেক বাধা আছে। চিন্তার পার্থক্য। এই যে হারাধন রায়। হারাধন রায়কে আমরা কাজেই লাগাতে পারলাম না। হারাধন রায় কিন্তু প্রথম থেকে এর বিরোধীতা করেছেন। প্রথম থেকে উনি বেঙ্গল এম্‌টার বিরোধীতা করেছেন। উনি আমাদের কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আমরা একটা ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন, দুর্বল শক্তি বলে। তবে একবার চুরুলিয়ায় উনি আমাদের সাথে ছিলেন। কোন ব্যানার ছিল না। হারাধন রায়ের মতো নেতৃত্বকে আমরা কাজে লাগাতে পারলাম না।

বেলপাহাড়ীর অভিজ্ঞতা
উদ্যোগ প্রতিবেদন

বেলপাহাড়ী - উখরার কাছে একটা ছোট এলাকা এই মুর্হূতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই শিল্পাঞ্চল, কারণ এখানে শুরু হয়েছে ও সি পি প্যাচে প্রাইভেট ঠিকাদারদের দিয়ে কয়লা উৎপাদন যার আনুষ্ঠানিক নাম আউটসোর্সিং। কাজ শুরু হয়েছে ৫ই সেপ্টেম্বর (২০০৩) থেকে। যদিও ৭০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের বরাত মিলেছিল ২০০১ সালে। সেই অনুসারে ২০০১ এর নভেম্বর থেকে কাজ শুরু হবার কথা ছিল। কিন্তু কিছু মানুষ এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে হারাধন রায়ের নেতৃত্বে রুখে দাঁড়ায় ফলে কাজ শুরু হতে প্রায় দেড় বছর দেরী হয়ে যায়। এলাকার কাজের সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করতে আমরা পৌঁছালম পাণ্ডবেশ্বর থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে খানা খন্দে ভরা রাস্তা পেরিয়ে বিলপাহাড়ী গ্রামের কাছে। রাস্তার একদিকে কিছু রেলের কোয়ার্টার, অন্য দিকে বিস্তৃত ধান জমি। বিলপাহাড়ী কে লিয়ারিটি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় একটু ভেবে উত্তরদাতা পাল্টা প্রশ্ন করল প্রাইভেট ও সি পি? মনে হল যতরকম ভাবেই এর ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, বিলপাহাড়ী ও সি পি পরিচিত হয়ে গেছে বেসরকারী কয়লাখনি হিসাবে। গ্রাম থেকে প্রায় এক দেড় কিলোমিটার দূরে বিলপাহাড়ী ও সি পি, কোলিয়ারীতে ঢোকার মুখে ইংরেজীতে সাইনবোর্ড লেখা 'খোট্টাডি কোলিয়ারী এক্সপ্যানশান প্রজেক্ট, ইষ্টার্ন কোলিফিল্ডস্ লিমিটেড, সাবসিডিয়ারী অফ কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে'। একটু খটকা লাগল। কেন এরকম একটা সাইনবোর্ড। বিলপাহাড়ী ও সি পি প্যাচ - এই নামটাই ই সি এল-এর নথিতে পাওয়া গেছে এবং খবরের কাগজে ঐ নামটিই এসেছে। এমনকি টেণ্ডারও ডাকা হয়েছে এই নামে। প্যাচ মানে নানা ভূ-তাত্ত্বিক কারণে কয়লাস্তরের একটা ছোট্ট অংশ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। তাহলে কিভাবে বিলপাহাড়ী খোট্টাডির সম্প্রসারিত প্যাচ হয়। জানা গেল ঝামেলা এড়ানোর জন্য ই সি এল কর্তৃপক্ষ জানাতে চেয়েছে এই কোলিয়ারিটি ই সি এল-এরই আছে, বেসরকারী হাতে চলে যাচ্ছে না। এরপর দেখা গেল দু-লাইনে সারিবদ্ধ টিনের ছাউনি দেওয়া বেড়ার ঘর। ক্যাম্প বসেছে। মনে পড়ে গেল কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাকালে ঘোড়া' উপন্যাসের বর্ণিত কোম্পানী আমলের কোলিয়ারীর চিত্র, তবে পার্থক্য শুধু ঝোড়া, শাবল, গাঁইতি হাতে কালিঝুলি মাখা কুলি-কামিনের দলের বদলে বেশ কয়েকটা বড় বড় মেশিন। যার নাম হেভি আর্থমুভিং মেশিন (HEMM), ডাম্পার, ড্রোজার প্রভৃতি। জানা গেল এখানে কয়লা তোলার ও ওভার বার্ডেন সরানর ভার পেয়েছে কলকাতার একটি বেসরকারী সংস্থা নাম ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সাপ্লাই কর্পোরেশন। HEMM-এর অপারেটর নিয়ে ঐ ক্যাম্পে আছে মোট বাহান্ন জন। মোট নিয়োগ হবে ২০৫ জন। এদের এখানে আনা হয়েছে আগে যে সব বাইরের প্রকল্পে কাজ করত সেখান থেকে। বাকি সবাইও আসবে বাইরে থেকে। এর মধ্যে কোন স্থানীয় লোকদের নিয়োগের কথা নেই। এই ২০৫ জনই হবে দক্ষ শ্রমিক। এদের কারো চাকরিই স্থায়ী নয়। দুটো শিফটে কাজ হয়, তার ফলে এক একজনকে বারো ঘন্টা করে ডিউটি করতে হয়। মজুরী সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হলে ছকে বাঁধা উত্তর এল-মিনিমাম ওয়েজ অনুসারে ২১৩২ টাকা পেতেই হবে শ্রমিকদের। তার থেকে নিয়ম মত পি এফ ও প্রফেশনাল ট্যাক্স কাটা হয়। কাগজে কলমে হয়ত মজুরি এভাবে দেওয়া হয় তবে প্রকৃত অর্থে শ্রমিকরা কি পায় তা বলা মুসকিল। ম্যানেজার না থাকায় আমারা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি পাইনি। কারিগরি ও আর্থিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে গেলে শ্রমিকরা চুপ থেকেছে কারণ ম্যানেজার নেই। অথচ এই সংখ্যার কাজে ই সি এল-এর শ্রমিকদের সঙ্গে অনায়াসে কথা বলেছি ও তাদের বক্তব্য জেনেছি।

এই ও সি পি প্যাচের সীমা সম্বন্ধেও সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে আন্দাজ করা যায় যে একদিকে বিলপাহাড়ী গ্রাম অন্যদিকে প্রায় ২ কিলোমিটার প্রকল্পের কাজে যাদের ধান জমি নেওয়া হচ্ছে তাদের আপাতত ১২০০

টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।

এই ও সি পি-এর লাগোয়া রয়েছে অল্প কিছু ই সি এল কোয়ার্টার। সেখানে দেখা মিলল কিছু যুবক যাদের মধ্যে কেউ কেউ বেকার ও ই সি এল-এর শ্রমিক কর্মচারী। তাদের সাথে কথা বলে মনে হল এই প্যাচে বেসরকারী ঠিকাদারদের দিয়ে কাজ শুরু করা নিয়ে বেশ হইচই হয়েছে। তাদের বক্তব্য অনুসারে আগের দিকে বড় বড় নেতারা অনেক এসেছে। লোকজন জড়ো করেছে। কাজও বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু পরে আর তাদের দেখা যায়নি। কাজ শুরু হয় এখানে পুলিশ পোষ্টিং বসিয়ে। প্রথমে গ্রামের লোকেদের যথারীতি বলা হয়েছে এখানে কোলিয়ারী হলে অনেকে চাকরি পাবে। কিন্তু একজনও এখনও কাজ পায় নি, তবে আশা আছে ভবিষ্যতে পেতে পারে, দুটি ছেলে শ্রমিকদের থাকার পাকা বাড়ি তৈরীর কাজে যুক্ত, দিনে পঞ্চাশ টাকা হাজরি পায়। এইচ ই এম এম-এর অপারেটরদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছে তাদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করায় ম্যানেজমেন্ট আছে বেশী কাজ করার চাপ, পয়সা কেটে নেবার হুমকি। এই অবস্থার চাপে দুজন ড্রাইভার পালিয়ে গেছে। প্রকল্প সম্বন্ধে এলাকার মানুষের বক্তব্যে সেই একই সংশয়ের সুর যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি শ্রমিকনেতাদের বক্তব্যে। ই সি এল শ্রমিকদের কথায়, কারো ধারণা এই ধরণের বেসরকারীকরণের মাধ্যমে ই সি এল বাঁচবে, কারো মতে এগুলিতে আদতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে কয়লাশিল্প।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়লা শিল্প

ওয়েষ্টবেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন কয়লা স্তরের সাতটি ব্লকের জন্য বেসরকারী সংস্থাকে আহ্বান জানিয়েছে - যৌথ-উদ্যোগ ঠিকাদারী ও সাবলিজ পদ্ধতিতে কয়লা উৎপাদনে অংশগ্রহনের জন্য। তার মধ্যে বেশ কিছু নন-ক্যাপটিভ খনি রয়েছে। এদের কয়লা বিক্রির ছাড়পত্রও সম্ভবত দিয়ে দেওয়া হবে প্রাইভেট মালিকদের হাতে। নীচে সাতটি স্তরের তথ্য দেওয়া হল।

অবস্থান	থানা	মৌজা	কয়লার সঞ্চয় (মিলিয়ন টন)	কয়লার খনির প্রকৃতি	উপরের স্তরের প্রকৃতি	ক্যাপটিভ ও নন - ক্যাপটিভ
১। লছিমপুর প্যাচ খয়রাশোল ব্লক	খয়রাশোল (বীরভূম)	পারশুণ্ডি	২	খোলামুখ	পতিত জমি ও কৃষিজমি	নন-ক্যাপটিভ
২। দিওয়ানগঞ্জ-হরিণসিংহা ব্লক	মহম্মদবাজার (বীরভূম)	হরিণসিংহা	৩৮.৭০	খোলামুখ ও মাটির তলায়	পতিত জমি, কৃষিজমি ও জঙ্গল	ক্যাপটিভ
৩। ট্রান্স দামোদর সেক্টর	বড়জোড়া (বাঁকুড়া)	শালগড়া, গোকুলমথুরা, কিশোরপুর,সিতারামপুর, পাহাড়পুর	১০৩.১৫	খোলামুখ ও মাটির তলায়	বেশীরভাগ কৃষিজমি	নন-ক্যাপটিভ
৪। আর্ধাগ্রাম ব্লক	মেজিয়া (বাঁকুড়া)	আর্ধাগ্রাম ও খিরাইতর	২৩৫	খোলামুখ ও মাটির তলায়	ই সি এল-এর লিজ জমি	ক্যাপটিভ
৫। খাগড়া-জয়দেব ব্লক	দুবরাজপুর (বীরভূম)	লোবা, পলাশডাঙা, জিয়াল, বারাই	১৯৮	খোলামুখ ও মাটির তলায়	বেশীরভাগ এক ফসলী কৃষিজমি	ক্যাপটিভ
৬। গঙ্গারামচক ও গঙ্গারামচক -ভাদুলিয়া	খয়রাশোল (বীরভূম)	ভাদুলিয়া, সাহেবপুর, বাস্তবপুর, পশ্চিম শিবপুর	১৩.৬৮	—	ই সি এল-এর লিজ জমি	ক্যাপটিভ
৭। বাগরাকোট - গরুবাথান	বাগরাকোট এবং গরুবাথান (দার্জিলিং)	তিস্তা চেল ও নোয়াম সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মাল খাস মহল	০.৭৫৫	খোলামুখ	—	নন-ক্যাপটিভ

ই সি এল - এর শ্রমিকদের সাথে কথোপকথন

উদ্যোগ প্রতিবেদক

[নর্থ সিয়ারশোল, সাতগ্রাম, নিঘা, খোটাড়ি এবং কয়েকটি শ্রমিক আড্ডা থেকে সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছে। যে শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তারা বেশীরভাগ সরাসরি উৎপাদনের সাথে যুক্ত এবং দু'ধরণের শ্রমিক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। একটা অংশ সম্পূর্ণ নিরক্ষর। একটা অংশকে জেনারেল ওয়ার্কার বলে, যারা ল্যাণ্ড লুজার ইত্যাদি কারণে চাকরি পেয়েছেন, এরা পড়াশুনা জানেন]

পত্রিকা ঃ (কোলিয়ারীর ভেতর বাঁধান বট গাছের নিচে বসে থাকা কয়েকজন শ্রমিকের কাছে) আপনারা কি সবাই আণ্ডার গ্রাউণ্ড-এ কাজ করেন? এখন কি আপনারা খাদে নামবেন, না বাড়ি ফিরবেন।

শ্রমিক ঃ কেউ বাড়ি ফিরবো, কেউ নিচে নামবো।

পত্রিকা ঃ আমরা একটা পত্রিকা থেকে এসেছি, আসানসোল থেকেই বের হয়। উদ্যোগ। আমরা একটু আপনাদের সাথে কথা বলবো।

শ্রমিক ঃ কি লিয়ে?

পত্রিকা ঃ আপনারা কি জানেন, ই সি এল তার দশটা কয়লা সমৃদ্ধ প্যাচ বেসরকারী ঠিকাদারের হাতে তুলে দিয়েছে?

শ্রমিক ঃ না, শুনি নাই।

অন্য শ্রমিক ঃ শুনি নাই। লেকিন কোম্পানী বেসরকারী হোবে তো শ্রমিকের বহুত মুস্কিল হোবে।

অন্য শ্রমিক ঃ লেবার কা ফেসিলিটি মিলেগা কি নেহি মিলেগা, আগার ও লোক আপনা মর্জি সে কাম করায় গা . . . ., য্যায়সে হাম উঠ গিয়া, (আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়ার্কার) আট ঘণ্টা কাম হো গিয়া, হাম লোগ উঠ গিয়া। এয়সা নেহি হো পায়েগা।

[প্রথম সিফ্‌টের কাজ শেষ হয়েছে। ধীরে ধীরে খনির ভিতর থেকে আর অনেক ওয়ার্কার জমা হতে থাকে]

শ্রমিক ঃ আপলোগ অফিস মে জাইয়ে না। অফিসারলোগ সে বাত কি জিয়ে। উহা ম্যানেজার হ্যায়। আপলোগ কো আচ্ছা সমঝায় গা।

পত্রিকা ঃ না, না, আমরা অফিসারদের সাথে কথা বলেছি। আমরা আপনাদের সাথে একটু কথা বলবো। আপনারা কি জানেন ই সি এল তার দশটা কয়লা সমৃদ্ধ প্যাচে ঠিকাদার দিয়ে কয়লা তোলাবার কথা বলছে?

শ্রমিক ঃ না, হামরা শুনি নাই। কিন্তু বাত এ হ্যায় কি ফির কোম্পানী মে জায়গা তো হামলোগকো খাটিনি বাড়ে গা। খাটিনি আভি ভি হ্যায়। লেকিন . . . . .

অন্য শ্রমিক ঃ কিন্তু কোম্পানীতে যাবে কেন? ই সি এল যদি প্রোডাকশন ঠিক ঠিক দেয়।

অন্য শ্রমিক ঃ কোম্পানীতে গেলে আমাদের টাইমে আসতে হবে। এক ঘণ্টা পরে যেতে হবে। আমাদের কি, আমাদের খাটতে হয়, আমরা খাটবো।

অন্য শ্রমিক ঃ ই সি এল কোম্পানীতে যাক্, আমরা ভালবাসি না। আমরা চাই ই সি এল থাকুক, আমরা কোশিশ করি প্রোডাক্‌শন বাড়াতে। প্রাইভেটে গেলে আমাদেরও ভাললাগে না।

পত্রিকা ঃ ই সি এল থেকে তবে প্রোডাক্‌শন বাড়ছে না কেন?

শ্রমিক ঃ কেন বাড়বে না। নিশ্চয়ই বাড়বে। জিনিষপত্র ঠিক থাকলে। এখন একটা মেশিন যদি খারাপ হলো, সেটা দিতে পারলো না, তবে প্রোডাক্‌শন মার খেলো।

অন্য শ্রমিক ঃ আমাদের কোন ক্ষতি হবে না, অফিসারদের ক্ষতি হবে।

পত্রিকা ঃ কেন?

শ্রমিক ঃ এইযে আমরা সাড়ে আটটায় খাদে নেমেছি এখন উঠছি। আমাদের তো এই কাজ-ই করতে হবে। (একটু চুপ থেকে) হতেও বারে আমরা বোনাস পাবো না। কোয়ার্টার পাবো না . . . . যখন প্রেরাইভেটে যায়, তখন নিজের মনে চলবেক, না! তখন আমাদের কোথা (কথা) নাও শুইনতে পারে।

অন্য শ্রমিক ঃ মাইনলাম যে চলবেক না। আমরা তো কোথাও ফাঁকি মারি নাই। আমাদেরকে খাইটতে হচ্ছে। বত্রিশ বছর ধরে খেটে আইস্‌ছি, খেটেই যাবো। নিশ্চয় খাইটবো।

পত্রিকা ঃ হ্যাঁ, খাটবেন তো। কিন্তু বেসরকারী ঠিকাদার দিয়ে কয়লা তোলা হলে, ই সি এল-এর শ্রমিকরা যে সুযোগ-সুবিধা পায় সে-গুলো কি পাওয়া যাবে? বা আপনারা কি জানেন যেখানে ঠিকাদার দিয়ে কাজ হচ্ছে সেখানে শ্রমিকরা কিভাবে কাজ করছে?

শ্রমিক ঃ অনেক অসুবিধা হবে। আপনি ঠিক কি কি জানতে চান?

পত্রিকা ঃ ধরুন বেতন, সুরক্ষা বা অন্য যে সুযোগ সুবিধে...

শ্রমিক ঃ সেফ্‌টি বলে তো কিছু থাকবেই না। বেতন অনেক কম হবে। সেফ্‌টি থাকবে না। আমরা এখন যেভাবে কাজ করছি, তখন সেভাবে কাজ করা যাবে না।

পত্রিকা ঃ আপনারা কি এটা রোখার চেষ্টা করছেন? বা মনে হয় এটা আটকানো যাবে?

শ্রমিক ঃ না, এটা আটকানো যাবে না।

পত্রিকা ঃ তাহলে আপনারা কি ভাবছেন?

শ্রমিক ঃ আমরা চেষ্টা করছি প্রোডাক্‌শন যাতে ভাল হয়।

অন্য শ্রমিক ঃ প্রোডাক্‌শন কি কম আছে? পাঁচটায় এসেছি আর এই উঠলি। ক'টা বাজে? দু'টো। তবে ক'ঘণ্টা হলো? এখন আরও ১ঘণ্টা সাইকেল করে বাড়ী যাবো।

পত্রিকা ঃ কিন্তু ই সি এল যে দশটা কয়লার প্যাচডিপজিট ঠিকাদার কে দিয়ে দিল, তার দরকার হলো কেন?

শ্রমিক ঃ তার আমরা কি জানি? ই সি এল প্রাইভেট হবে না।

পত্রিকা ঃ কিন্তু ও-গুলো তো ই সি এল-এরই সম্পদ।

শ্রমিক ঃ কিন্তু আমরা তো শুনি নাই।

পত্রিকা ঃ হ্যাঁ, এর কাজ শুরু হয়েগেছে। পাণ্ডবেশ্বরের কাছে বিল পাহাড়ীতে কাজ শুরু হয়ে গেছে।

শ্রমিক ঃ না, আমরা জানি না! অন্য জায়গায় হতে পারে! আমাদের এখানে কিছু হবে না! এখানে ওয়ার্কার কাজ করে। এখানে আমরা প্রাইভেট হতে দিবো না।

পত্রিকা ঃ আপনাদের ভয় করছে না, যদি কয়লা তোলার পুরো কাজটাই ঠিকাদার দিয়ে হয়।

শ্রমিক ঃ আমরা এই খবরটা শুনি নাই। আর ভয়ের কিছু-ই নাই। আমরা কাজ করছি বেতন পাবো। তা সরকার-ই থাকুক আবার কোম্পানী-ই আসুক। উপরমহল যা করার করবে, আমাদের আর কি করার আছে।

অন্য শ্রমিক ঃ শ্রমিকরা সমস্যায় পরবে। ই সি এল-কে বাঁচাতে হলে, শ্রমিকরা হয়তো কিছু করে না, কিন্তু অফিসাররা পুকুর চুরি করে। এই চুরিটা যদি না আটকানো যায়, ই সি এল বাঁচবে না। আর যে সরকারই আসুক ই সি এল-কে ভর্তুকি দিয়ে চালান মুস্কিল আছে।

পত্রিকা ঃ তাহলে এটা কি একটা সমাধন যে প্যাচ ডিপোজিট গুলো থেকে কয়লা তুলতে বেসরকারী ঠিকায় দিয়ে দেওয়া হচ্ছে?

শ্রমিক ঃ ঋণের বোঝা দিনের দিন বাড়বে আর সরকার বেতন গুণে যাবে তার প্রভাব আম পাবলিকের উপর পড়বে। পড়বে তো? তো চুরি থেকে বাঁচাতে, ই সি এল-কে বাঁচাতে বেসরকারী ঠিকা হয় তো - সবাই বাঁচবে।

অন্য শ্রমিক ঃ কিন্তু এটা কি আটকানো যাবে। যাবে না।

পত্রিকা ঃ আপনারা আটকাতে চান?

শ্রমিক ঃ হরতালে যাবো তো বলবে এমনিতেই লস্ হচ্ছে কোলিয়ারিতে। ঠিক আছে বন্ধ থাক্। হরতাল তো হচ্ছে ঐ যে গুয়া না কোথায় অনেক দিন হরতাল চললো। এখন

ওয়ার্কাররা নিজেরাই কাজে যাচ্ছে। এমনিতেই তো লস্ হচ্ছে কোলিয়ারীর। আমাদের কয়লা ১ টন বের করলে ২০০ টাকা লস্ হচ্ছে।

পত্রিকা ঃ কিন্তু, কয়লাতো তুলতেই হবে, তা নাহলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র তো পুরো বসে যাবে।

শ্রমিক ঃ হ্যাঁ কয়লা তো তুলতেই হবে।

পত্রিকা ঃ আপনাদের কি মনে হয় লেবারদের মজুরী বাবদ যে খরচা হয় তার জন্যই কোম্পানীর ক্ষতি হচ্ছে?

শ্রমিক ঃ না, শ্রমিকদের তো আট ঘণ্টা কাজ করতেই হবে। আর দেখুন, এখন যদি প্রাইভেট আসেও তবুও বেশী প্রোডাক্শন করতে পারবে না। এখন কয়লা অনেক দূরে চলে গেছে।

পত্রিকা ঃ ওরা ওপেন কাষ্ট করবে।

শ্রমিক ঃ ওপেন কাষ্টের তো একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মতো ওদের মানতেই হবে।

পত্রিকা ঃ এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে ইউনিয়ানগুলো কথা বলেছে?

শ্রমিক ঃ না, কোন ইউনিয়ান কিছু বলে নি, আমরা পেপার পড়ে জেনেছি। আর কি বা করার আছে। হরতালের উপরও তো পাবন্ধি লাগায় দিচ্ছে। আর হরতালে গিয়ে কি হবে? কোনদিন আমারই অসুবিধা হবে। আর দেখুন ই সি এল-এর প্রোডাক্শন কম নাই, ইন্কাম কম নাই। যতক্ষন না চুরি বন্ধ হবে, ই সি এল-এর ভাল হবে না। মেইন ব্যপার হলো চুরি।

অন্য শ্রমিক ঃ চুরি তো অফিসার লোক করে। লেবার কি চুরি করবে! আপনি দেখুন, একটা সার্টিফিকেট বের করবেন। বলবে একশো টাকা দে, দু'শো টাকা দে। ই সি এল মে তো পঁচিশ গো অফিসার হ্যায়। ই সি এল আগার প্রাইভেট হো যায় গা তো চোট তো লেবার কা উপর-ই আয়গা। কোই সিকুরিটি নেহি রহেগা। কুছ নেহি। এক বাত রহেগা প্রোডাকসন্ চাইয়ে।

পত্রিকা ঃ আপনারা জানেন বিলপাহাড়ীতে ই সি এল-এর কয়লার প্যাচ ডিপোজিটে বেসরকারী ঠিকায় কাজ শুরু হয়ে গেছে?

শ্রমিক ঃ না, আমরা জানি না। তবে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ান নিশ্চয় রাজী হয়েছে। না হলে ওরা ডাইরেক্ট কাজ শুরু করতো না। আমি রাণীগঞ্জে শুনেছি। বাইরে শুনা যাচ্ছে। তবে আমাদের কোলিয়ারীতে অত মিটিং সিটিং হচ্ছে না, তবে ট্রেড ইউনিয়ানগুলোর উচিত কি হচ্ছে আমাদের জানানো। ই সি এল যাতে প্রাইভেট না হয় তাই আমরা চাই।

পত্রিকা ঃ বেসরকারী ঠিকা দিয়ে ই সি এল-এর কয়লা তোলার এই কাজটা যদি এরকম হয়, যে এইভাবে ধীরে ধীরে পুরো কোম্পানীটাই বেসরকারী হয়ে যাবে।

শ্রমিক ঃ আমরা প্রাইভেট চাই না। ধরুন আমরা ই সি এল-এর স্থায়ী লোকরা আমাদের পি এফ আছে, গ্রাচুইটি আছে খাদে সেফ্টি আছে। কিন্তু উয়াদের ঠিকায় যে শ্রমিকরা খাটবে ওদের যখন তখন ভাগায় দেবে। পি এফ থাকবে না, গ্রাচুইটি থাকবে না। আর আমাদের কেও তখন ধমকাবে। এত টার্গেট আছে। না পারলে প্রাইভেট করে দেবো। কিন্তু টার্গেট না পারায় লেবারদের কিছু করার নাই। লেবার তো এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা চুরি করবে। ম্যানেজমেন্ট তো চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছে। এই যে একটা লং ওয়ালের মেশিন এল, তার জন্য কত কমিশন খেল। ওর থেকে কি ওয়ার্কার কিছু পেলো।

পত্রিকা ঃ আপনাদের কি মনে হয় যদি ই সি এল-কে বেসরকারী করা হয়, আপনারা সেটা আটকাতে পারবেন?

শ্রমিক ঃ কেন পারবো না। একাই কি কিছু হয়। যদি ট্রেড ইউনিয়ান সঙ্গে থাকে তবে হবে। এতো দেখুন না, আমাদের এই পাশে রতিবাটি কোলিয়ারী ছিল ওখানে ম্যানেজারকে মেরে ছিল। চারজন ওয়ার্কার কে ডিস্মিস্ করে দিয়েছিল। পুরো আমাদের ই সি এল-এ স্ট্রাইক ডেকে ছিল। তিন-চার দিন স্ট্রাইক ছিল। আবার ওদের জয়েন্ট হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ান যদি সঙ্গে থাকে তবে ওয়ার্কারা নিশ্চয়-ই লড়বে।

[পত্রিকার পক্ষ থেকে সাতগ্রাম কোলিয়ারীতেও প্যাচ ও বেসরকারীকরণে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্যাচ হস্তান্তরের

বিষয়টি বেশীরভাগ শ্রমিকের জানা নেই।]

প্রশ্ন ঃ আপনি জানেন?

উত্তর ঃ না।

প্রশ্ন ঃ আপনি জানেন?

উত্তর ঃ না শুনি নাই।

প্রশ্ন ঃ আপনি জানেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

পত্রিকা ঃ কি জানেন?

শ্রমিক ঃ আমার মতে ই সি এল-এ যে প্যাচটা হচ্ছে। এটা একান্তই দরকার। ই সি এল-কে লোকসান থেকে বাঁচাতে। ই সি এল-কে বি আই এফ আর থেকে বের করে আনতে এটা জরুরী। ওয়েজ বোর্ড যে হচ্ছে না আজ দু'বছর হলো তার কারণ কি? ই সি এল-এর লস্‌ের জন্যে। তাই প্যাচ সিস্টেমটা দরকার প্যাচ সিস্টেম অন্‌লি ই সি এল-এর জন্য। পুরো কোল ইণ্ডিয়ার জন্য না। তাই ই সি এল-কে লস্‌ থেকে বাঁচানোর জন্য প্যাচ সিস্টেমকে আমরা সমর্থন করি। আর কয়লাটাতো ওরা বিক্রি করতে পারবে না। বিক্রি করবে তো ই সি এল। কাজেই লাভটাতো ই সি এল-এর থাকবে।

পত্রিকা ঃ আচ্ছা ঠিকা প্রথায় যে কয়লা তোলা হবে। তাতে তো অনেক কম বেতনে কাজ করানো হবে। তাতে একজন শ্রমিক হিসাবে আপনাদের কি মনে হয়।

শ্রমিক ঃ শ্রমিকদের কোন ক্ষতি নাই। এতে তো কর্মসংস্থান হবে। দেশে যা বেকার সমস্যা। কিছু ছেলে চাকরি পাবে। আমাদের তো ই সি এল-এর কোন শ্রমিকের চাকরি খাওয়া হচ্ছে না। কোন ট্রেড ইউনিয়ান কি বলেছে এই কাজের জন্য তোমাদের চাকরি যাবে। বলছে না তো। আমাদের ই সি এল-এ তো পরীক্ষামূলকভাবে প্যাচ ওয়ার্ক হবে। এন সি এল, ডবলু সি এল এইসব জায়গায় তো প্যাচ ওয়ার্ক হচ্ছে। ঐ জন্য তো ওরা বি আই এফ আর থেকে বেরিয়ে গেছে।

পত্রিকা ঃ আপানাদের কি মনে হয় এইভাবে ই সি এল বি আই এফ আর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে?

শ্রমিক ঃ সেটার কোন ঠিক নাই। কোলিয়ারী এমন একটা সংস্থা যেটা দুর্নীতিতে ভরে আছে। যদি ট্রেড ইউনিয়ান, ম্যানেজমেন্ট চায়। সবাই মিলে যদি দেশ সেবামূলক ভাবে কাজ করে তবেই হবে।

পত্রিকা ঃ সেটা কি ভাবে?

শ্রমিক ঃ উৎপাদন বাড়িয়ে। আর কোলিয়ারীর মধ্যে সব কিছু বলা যাবে না। অনেক ব্যপার আছে।

অন্য শ্রমিক ঃ আমরা কোন সংগঠনে নেই। বাইরে থেকে যা বুঝছি, মনে হয় এটা একটা ইতিবাচক দিক। তবে দেখা যাক্‌ কি হয়।

পত্রিকা ঃ ইতিবাচক। শ্রমিকদের জন্য ইতিবাচক? এরা দশটা প্যাচের কথা বলছে। আরও ২৬টা ঠিক করা আছে, যার মধ্যে আণ্ডার গ্রাউণ্ড মাইন রয়েছে। যেখানে ঠিকাদার দিয়ে কাজ করান হবে। আপনারা মেনে নেবেন?

যদি পরবর্তী ওয়েজ এগ্রিমেন্ট না হয়, যদি বলা হয় যা আছে সেটাই মেনে নাও। ঝামেলা করলে বলে বেসরকারী হাতে দিয়ে দেবো?

শ্রমিক ঃ তখন দেখা যাবে।

অন্য শ্রমিক ঃ আমি বলছি। স্বর্গীয় ইন্দিরা গান্ধী শ্রমিক কো জো কোম্পানী সে আজাদ কিয়া, আজ ফের ঐ কোম্পানী মে জা রাহা হ্যায়। এহি মজদুর বারা ঘণ্টা কাম করতে রাহা। ইন্দিরা গান্ধী উস্‌কো আজাদ করকে আট ঘণ্টা কিয়া। এ আট ঘণ্টা কাম কা আইন হুয়া। ফির কোম্পানী কা জমানা আয়গা তো ফির মজদুর কো ঐ-ই হাল হোগা। হামলোগ চাতে হ্যায় আট ঘণ্টা কাম করকে কোম্পানী কা জিতনা আচ্ছা হ্যায় করনে কে লিয়ে। ইস্‌কে লিয়ে হামলোগ ওয়ার্কার কো সামঝাতা হ্যায় ঠিক টাইম মে কাম মে আও, ঠিক সে কাম করো। কি কোম্পানী কা প্রোডাকশন্‌ ঠিক রয়ে।

পত্রিকা ঃ আপনারা বলুন। জানেন না? আমাদের আলোচনা শুনে কি মনে হচ্ছে?

শ্রমিক ঃ বিভিন্ন অভিব্যাক্তি।

একজন শ্রমিক ঃ এ যে ওনার সাথে কথা বলুন।

পত্রিকা ঃ বলুন।

ফোরম্যান ঃ আমার ধারণা, ইট্ উইল বি বেটার। কেন না ই সি এল-এর যা অবস্থা। যে কোন কারণেই হোক! কেউ বলবে চুরি, কেউ বলবে মিস্ ম্যানেজমেন্ট, কেউ বলবে ওয়ার্ক কালচার, যাই হোক আমরা বি আই এফ আর-এ আছি। সে ক্ষেত্রে যদি প্যাচ ওয়ার্ক করে প্রোডাকশন করা যায় তবে বলবো এটা বেটার ফর দা ই সি এল এমপ্লয়ি। তবে বি আই এফ আর ব্যপারটা কি আমরা অতো জানি না। বড় বড় কথাগুলোই শুনছি। আর এখন ওয়ার্কারা এতো ভাবে না। যার পাঁচ বছর চাকরি আছে, সে ভাবছে পাঁচ বছর কেটে গেলেই হয়। যার দশ বছর আছে সে ভাবছে দশ বছর কাটবে তো। এই আর কি! দেখুন আমাদের সিস্টেমটাই তো গোলমেলে। রামের যে কাজের জন্য লক্ষণ গাল দেয়, লক্ষণ আবার সেই কাজই করে। তবে প্যাচ ওর্যাকের কথা যেটা বলছেন, যদি ঠিকাদার ন'শো টাকা না কত বলছে তাতে যদি ই সি এল-এর কাছে বিক্রি করে, আর ই সি এল যদি সেটা চৌদ্দশো টাকায় বাজারে বিক্রি করে, তবে পাঁচশো টাকা লাভ হবে। তবে আমরা জানি না, যদি পাওয়ার, সুপারভাইজিং স্টাফ্ ইত্যাদি আমরা দেই তবে তো ন'শো টাকাটা দু'হাজার টাকাতে গিয়ে দাঁড়াবে।

পত্রিকা ঃ আচ্ছা আজই আমরা জানতে পারলাম, তপসি বলে একটা জায়গা নর্থ সিয়ারসোলের কাছে সেখানে এইরকম একটা প্যাচ ডিপোজিট থেকে ই সি এল নিজে কোন রকম নতুন ইনভেষ্টমেন্ট ছাড়া ই সি এল-এর নিজের এইচ এম এবং কিছু ল্যাণ্ড লুজার দিয়ে কাজ শুরু করেছে। এইভাবে ই সি এল তো নিজেই কয়লা তোলার কাজটা করতে পারতো। আপনার কি মনে হয়?

উত্তর ঃ দেখুন আমাদের দেশের মজাটাই তো এটা যে নব্বই ভাগ লোক কি ভাবছে তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। দশ ভাগ যা ভাবে তাই হয়।

পত্রিকা অন্য শ্রমিকের কাছে ঃ আচ্ছা আপনি জানেন ই সি এল-এর দশটা কয়লা সমৃদ্ধ প্যাচ অন্য বেসরকারী ঠিকাদারের হাতে তোলার জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিলপাহাড়ীতে কাজ শুরু হয়ে গেছে।

শ্রমিক ঃ হ্যাঁ, আমার মনে হয় এতে যদি ই সি এল-এর ভাল হয় তবে এটা করা যেতে পারে। তবে আর একটা দিক হলো যদি ঠিকাদার হাজার টন প্রোডাকশ্ করে ই সি এল-কে দেখায় পাঁচশো টন তবে ই সি এল-এর কয়লা পুকুর চুরি হবে। এতে জাতীয় সম্পদ নষ্ট হবে। তবে আমার মনে হয় এটা ই সি এল-এর পুনর্জীবনের জন্য নয় এটা বেসরকারীকরণ করার একটা চাল। ই সি এল-কে পুর্ণজীবন করার জন্য অনেক কিছু করতে হবে। এখানে বিরাট বিরাট মেশিন আসছে, অফিসাররা কাট মানি খাচ্ছে। একটা প্ল্যানিং ও সাকসেস্ না।

উদ্যোগ পত্রিকার

বইমেলা সংখ্যা - ২০০৪

প্রকাশিত হচ্ছে

দামঃ পাঁচ টাকা

সংগ্রহ করুন

বেসরকারীকরণে বিরুদ্ধে শ্রমিক সংগঠন গুলি যৌথ বিবৃতি

Over 600 delegates from all Coal Companies in the country who assembled at All India Coal Workers Convention in Asansol on 14th September 2003 strongly opposed the steps towards privatisation through the back door and expressed their determination to organise country wide struggles to defeat the policies of the Government of India.

A presidium consisting of Rajendra Prasad Sing (INTUC), M.K. Pandhe (CITU), J.N. Singh (BMS), Ramendra Kumar (AITUC) and P.L. Sen (HMS) conducted the deliberations of the convention.

The convention unanimously decided to conduct a nationwide action programme to press the following legitimate demands :

1. Withdraw the coal Mines Natinalisation (Amendment) Bill 2000.

2. Restore the custom duty on imported Coal to pre 1991 level.

3. Stop outsourcing of Coal Mines to Private parties and handing over 31 Coal blocks to state Government for outsourcing them to contractors.

4. Prepare Joint revival packages for ECL, BCCL, NECL and CMPDI and Dankani by granting one time financial assistance from the central Government.

5. Coal India should be a unitary Coal Company for faster development of Coal Industry in India.

6. Ensure proper safety and welfare measures for Coal Workers.

7. Full implementation of agreement dated 1.8.2002 before CLC (C).

8. NCWA-VII should the National wage for the entire Coal Industry including those working under contractors.

9. Strong action against corruption, theft and malpractices and illegal mining in Coal Industry.

10. No closure of mines having minable reserves of Coal.

11. Stop reckless VRS and arbitrary reduction of man power in Coal Industry.

The convention therefore decided to hold company level conventions by 31st Oct. 2003. It will hold company level demonstrations by 15th November 2003 for implementation of the demands raised by the convention.

The convention authorises the leadership of the 5 federation to brief members of Parliament of all political parties on the problems of Coal Industry and the demands raised by the convention.

If however, the Govt. of India continue its policy of privatisation the T.Us Working in Coal Industry will hold the demonstration infront of Coal India Headquarters in Kolkata on 17th December, 2003 where further programme of action will be announced including long drawn strike action to pressurise the Government of India to give up the retrograde policy of liquidating the public sector Coal Industry through various subterfuge.

যে ইউনিয়নগুলি এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিল

1. Indian National Mines Workers Frederation (INTUC)
2. Indian Mine Worker Federation (AITUC)
3. All India Coal Workers Federation (CITU)
4. Hind Khadan Mazdoor Federation (HMS)
5. Akhil Bharatiya Khadan Mazdoor Sangha (BMS)

মূল্য ঃ ৫ টাকা

আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন
সমস্যার বিষয় মৌলিক গবেষণামূলক
লেখা পাঠান, মতামত জানান।
উদ্যোগ আপনাদের সহযোগিতা আশা করে।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে উদ্যোগ পাওয়া যাচ্ছে

শ্যামের বুক স্টল

আসানসোল কোর্ট

পাঠক বুক স্টল

বার্ণপুর স্টেশন প্লাটফর্ম

বার্ণওয়াল বুকস্টল

আসানসোল হেড পোষ্ট অফিসের বিপরীতে

অজয় সিং এর বুকস্টল

২ নং প্লাটফর্ম আসানসোল স্টেশন

বলাকা বুক স্টোর্স

রেলপার, ডিপোপাড়া

লীলা বুকস্টল

আদ্রা ডি আর এম অফিসের পাশে

প্রয়োজনী, চিত্রা সিনেমা

সম্পাদক ঃ উজ্জ্বল চৌধুরী

পারিজাত মৌলিক কর্তৃক 'ইন্দ্রপ্রস্থ' ছোটদিঘারী, বার্ণপুর (দূরভাষ ঃ ০৩৪১-২২৩৪৩১৭) হইতে প্রকাশিত এবং জুম, আসানসোল থেকে মুদ্রিত